Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মসীবতে ধৈর্য ধারনের গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা ফয়জুন্নেসা শিউলি

রোলঃ 216021466

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মসীবতে ধৈর্য ধারনের গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদস

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা ফয়জুন্নেসা শিউলি

রোলঃ 216021466

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বালা মসীবতে ধৈর্য ধারনের গুরুত্ব ও ফযিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা ফয়জুন্নেসা শিউলি , আইডিঃ 216021466 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা মসীবতে ধৈর্য ধারনের গুরুত্ব ও ফযিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফারজানা ফয়জুন্নেসা শিউলি

(স্বাক্ষর)

ফারজানা ফয়জুন্নেসা শিউলি

আইডিঃ 216021466

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
সবরের স্বরূপ ও প্রকৃতি:- 6
সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান:- 13
'সবর' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:- 14
কুরআন মাজীদে ধৈর্য শব্দটির ব্যবহার:- 18
পরিভাষায় সবর হচ্ছে:- 21
ধৈর্যের প্রকার:- 22
ধৈর্যের সময়:- 23
দুঃখের সময় ধৈর্য:- 24
ধৈর্য হারাবেন না:- 25
ধৈর্যধারণ জগতে সম্মান হওয়ার পথ:- 26
ধৈর্যের ক্ষেত্র:- 27
রবের কাছে দুআর উপর ধৈর্যধারণ:- 29
তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা:- 34
ধৈর্য কি আল্লাহ প্রদত্ত? 35
জগতের নিয়ম জানা:- 36
বালা-মুসিবত আল্লাহ-র পক্ষ থেকে:- 37
সবরের মধ্যে সওয়াব নিহিত রয়েছে এমন ধারণা করা:- 39
ধৈর্যের নিয়ত করা:- 40
কষ্ট লাঘবের বিশ্বাস করা:- 40
প্রভুর সাহায্য কামনা করা:- 42
দ্বৈর্যকে সৌভাগ্য মনে করা:- 42
বিপদের কথা গোপন রাখা:- 44
সবরের গুরুত্ব ও মর্যাদা:- 46
বিপদে মানুষ চার ভাগে বিভক্ত:- 54
মুমিনের জীবনে সবরের আবশ্যকতা:- 57
কুরআন মাজীদে সবরের বর্ণনা:- 62
সবর বা ধৈর্যধারনে প্রতিবন্ধক কাজসমূহ: 71

সবর বা ধৈর্যধারণে সহায়ক কাজসমূহ:- 75
সবরের পুরস্কার:-........ 85
জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতাদের শান্তি বর্ষণ........ 86
ক্ষমা ও প্রতিদান:-........ 86
অগণিত পুরষ্কার: 87
বিপদাপদে আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান:- 88
শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিলাভ:-........ 89
আল্লাহর রহমত ও হিদায়ত প্রদান:- 89
আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রশংসা জ্ঞাপন:- 90
জান্নাতে বাইতুল হামদ নামক গৃহ নির্মাণ:-........ 91
উপসংহার:-........ 92
রেফারেন্স: 96

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَيْنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْد.... ُ

ইসলাম এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র নিছক ধর্ম হিসেবেই আবির্ভূত হয়নি বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলাম সুনিপুণভাবে আমাদেরকে নিজেদের জীবন পরিচালনার রোডম্যাপ নির্ধারণ করে দিয়েছে। চাই তা ব্যক্তি বা সমাজ পর্যায়ে হোক অথবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হোক না কেন।

ইসলাম আমাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া ও ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিয়েছে। ধৈর্যকে সর্বোত্তম নিয়ামত অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, ধৈর্য হচ্ছে সৎগুণের মূল।

রাসূল (সা.)-এর মুখঃনিসৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে-

ধৈর্য বা সবর হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। হযরত আলী (রা.) সবর বা ধৈর্যকে দেহের শির হিসেবে অবিহিত করেছেন। তিনি বলেন- দেহের জন্য শির যেমন, ঈমানের জন্য ধৈর্য তেমন। অর্থাৎ মস্তক ছাড়া যেমন দেহের কোনো মূল্য নেই, তেমনি ধৈর্যহীন ব্যক্তির ঈমানেরও কোনো মূল্য নেই।

কুরআন মাজীদে সবর বা ধৈর্য শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বহুবার এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে প্রচলিত অর্থে সবর বলতে শুধুমাত্র ধৈর্যধারণ করা, চুপচাপ সহ্য করাকেই বুঝানো হচ্ছে। যে শব্দগুলো শোনোর সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা জড়তা, অসাড় ভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধৈর্য বা সবরের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে দৃঢ় বা অটল থাকা অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করতে অটলভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করা। যত বাধা আসুক, যত বিপদ-আপদ আসুক, যত কষ্ট হোক, কিছুতেই হতাশ বা ভেঙ্গে না পড়ে সুদৃঢ়ভাবে

প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে ব্যপারটা আরও পরিষ্কার হবে। যেমন ধরুন আপনার বাচ্চার প্রচন্ড জ্বর। আপনি তার মাথায় পানি না ঢেলে বা ডাক্তারের কাছে না নিয়ে যদি তাকে চুপচাপ সহ্য করতে বলেন তবে বলাটা মোটেই উচিত হবে না। বরং উচিত হবে আপনার সন্তানকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া। তার সুচিকিৎসার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং তার সুস্থ্যতার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা। এটাই হচ্ছে সবর বা ধৈর্যের দাবি।

সবরের স্বরূপ ও প্রকৃতি:-

বান্দার সকল বিপদ নিম্নোক্ত চার প্রকারের অন্তর্ভুক্ত:

১. নিজের সত্তার ওপর বিপদ।

২. সম্পদের ওপর বিপদ।

৩. ইজ্জত-আবরুর ওপর বিপদ।

৪. পরিবার-পরিজন ও প্রিয় ব্যক্তিদের ওপর বিপদ।

বিপদের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। বরং অনেক সময় দেখা যায়, মুত্তাকি মুমিন সাধারণ মুমিনের তুলনায় বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়। বাস্তবতা তা-ই বলে। বর্তমান সময়ে বিপদ আসলে সকল মানুষকেই সীমাহীন বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়। মনে হয়, দুনিয়ার ভিত্তি যে বিপদাপদের ওপর রাখা হয়েছে-এ ব্যাপারে তারা অবগত নয়। তারা মনে হয় জানেই না যে, দুনিয়াতে সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থতারই অপেক্ষা করে; যুবক

অপেক্ষা করে বার্ধক্যের এবং অস্তিত্বশীল বস্তু অপেক্ষা করে, কখন তার অস্তিত্ব বিলীন হবে।

বিপদগ্রস্ত মুমিনকে জানতে হবে যে, বিপদের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তাআলা তাকে পরীক্ষা করছেন। তার ধ্বংস, বিনাশ বা শাস্তি বিপদের উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, তার সবর, ইমান ও আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তার সন্তুষ্টির পরীক্ষা করা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার সকাতর প্রার্থনা শুনতে চান এবং তাকে আল্লাহর দরজায় করাঘাতকারী, ভগ্ন হৃদয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত ও তাঁর কাছে সকল অভিযোগ ব্যক্তকারী হিসেবে দেখতে চান। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন সবরকারীদের।'

অন্য আয়াতে বলেন:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ
'যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত।"

তিনি আরও বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ
'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারী ও সবরকারীদের এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।'"

আল্লাহ তাআলা কুরআনে নব্বইয়ের অধিক স্থানে 'সবর' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। সবরকে অনেক কল্যাণ ও মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং সবরকে এগুলোর পূর্বশর্ত অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য এমন সব নিয়ামত রেখেছেন, যা অন্যদের জন্য রাখেননি।
ইরশাদ করেন:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
'ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।'"

৪. সুরা আল-বাকারা: ১৫৫

৫. সুরা আজ-জুমার: ১০

৬. সুরা মুহাম্মাদ: ৩১

৭. সুরা আল-বাকারা: ১৫৭

অর্থাৎ সবরকারীদের জন্য একসাথে হিদায়াত, রহমত ও বিশেষ অনুগ্রহের পুরস্কার রয়েছে।
আল্লাহ তাআলা সালাতের সাথে সবরকে সম্পৃক্ত করেছেন। ইরশাদ করেন:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
'আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর নিশ্চয়ই তা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন।'

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন। '১০

রাসুল বলেন:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে মুসিবতে ফেলেন।'১১

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, তাঁর অফুরন্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য।
অন্য হাদিসে রাসুল আমাদের সুসংবাদ দিয়ে বলেন:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

৮. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৯৮

৯. সুরা আল-বাকারা: ৪৫

১০. মাজমুউল ফাতাওয়া: ৯/১০ ১১. সহিহুল বুখারি: ৫৬৪৫

'মুসলিমের ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা,কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এই সবগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তার

গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। অন্যান্য মানুষের ন্যায় নবি-রাসুলগণ-এর ওপরও একের পর এক বিপদের ঝড় এসেছিল এবং অন্যদের তুলনায় তাঁরা অধিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

আবু সাইদ খুদরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম,

"হে আল্লাহর রাসুল, মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন কারা?"

তিনি বললেন, "নবিগণ।" আমি বললাম, "অতঃপর কারা?" তিনি বললেন:

ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ

প্রিয় ভাই, 'সবর' দ্বীনি মর্যাদাসমূহের একটি এবং 'সালিকদের' (আধ্যাত্মিক সাধনাকারী) একটি মনজিল।

আবু দারদা বলেন, 'ইমানের সর্বোচ্চ চূড়া হলো, ফয়সালার ব্যাপারে সবর এবং তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্টি। '

১২. সহিহুল বুখারি: ৫৬৪১

১৩. সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪০২৪

১৪. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: ৪/৬৫

১৫. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: ৪/৫৬

নবিজি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ
'ইমানের জন্য সবর দেহের জন্য মাথার ন্যায়। '

হাসান বলেন, 'সবর হলো কল্যাণের একটি রত্নভান্ডার। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেই তা দান করেন, যে তাঁর নিকট সম্মানিত।'

রাসুল বলেন:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَشَكَرَ كَانَ لَهُ خَيْرٌ ، وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ فَصَبَرَ كَانَ لَهُ خَيْرٌ
'মুমিনের বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর। কারণ, তার সব বিষয়ই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কারও জন্য এমনটা নয়। যখন সে সুখে থাকে, তখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে; ফলে এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন সবর করে; ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়।'

শাকিরিন বা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অর্জিত কল্যাণ হলো 'জিয়াদাহ' বা অতিরিক্ত পাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
'আর স্মরণ করো, তোমাদের প্রভু ঘোষণা করলেন, তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেবো।'১৯

১৬. শুআবুল ইমান: ৪০

১৭. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং ২৯৫ ১৮. আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি: ৩৮৪৯

১৯. সুরা ইবরাহিম: ৭

আর সবরকারীদের অর্জিত কল্যাণ হলো, সাওয়াব, প্রতিদান, ক্ষমা ও রহমত।
ফুজাইল বলেন,
'আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাকে বিপদের মাধ্যমে দেখাশোনা করেন, যেমন কোনো লোক তার পরিবারকে কল্যাণের সাথে দেখাশোনা করে।'

তিনি আরও বলেন, 'বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ইমানের স্তরে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না সে বিপদকে নিয়ামত এবং সচ্ছলতাকে মুসিবত মনে করবে। এবং যতক্ষণ না সে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের প্রশংসা অপছন্দ করবে। '

এক লোক ইমাম শাফিয়ি-কে প্রশ্ন করল, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, কারও জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উত্তম নাকি পরীক্ষিত হওয়া উত্তম?' তিনি বললেন, 'পরীক্ষা ছাড়া কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ইসা ও মুহাম্মাদ-সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহিম আজমাইন-কে পরীক্ষা করেছেন। যখন তাঁরা সবর করেছেন, আল্লাহ তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং কেউ যেন বিপদ থেকে একদম মুক্ত থাকার আকাঙ্ক্ষা না করে।'

আল্লাহ তাআলা সবর ও ইয়াকিনকে ধর্মীয় নেতার যোগ্যতা স্থির করেছেন।
আল্লাহ বলেন:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করত, যেহেতু তারা সবর করেছিল। আর তারা আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।'২৪

২০. আস-সবরু ওয়া আসারুহু, পৃষ্ঠা নং ৫

২১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: ৪/১৩৯

২২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ৮/৪৩৪

২৩. আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা নং ২৬৯

২৪. সুরা আস-সাজদা: ২৪

সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান:-

বিপদ বিভিন্ন ধরনের। তবে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, দ্বীনের ক্ষেত্রে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া। এটি দুনিয়া ও আখিরাতের সবচেয়ে বড় বিপদ। এটি ক্ষতির চূড়ান্ত সীমা, যেখানে লাভের আশা করা যায় না এবং এমন বঞ্চনা, যেখানে লোভ করা যায় না। কবি বলেন:

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه *** فما فاته منها فليس بضائر

'দুনিয়া যখন কারও মাঝে তার দ্বীনকে টিকিয়ে রাখে, তখন দুনিয়ার সকল বস্তু হাতছাড়া হয়ে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই।'

'সবর' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:-

'সবর' এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বাধা প্রদান করা, আটকে রাখা। মনকে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা থেকে দূরে রাখা। জিহ্বাকে অভিযোগ প্রকাশ থেকে নিবৃত্ত রাখা। গাল চাপড়ানো ও জামা-কাপড় ছেঁড়া বা এ জাতীয় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখাই হলো সবর।

মানুষের আত্মিক গুণাবলির মাঝে একটি উত্তম গুণ হলো সবর। এর মাধ্যমে অনর্থক ও অসুন্দর কার্যক্রম থেকে মানুষ বিরত থাকে। এটি আধ্যাত্মিক একটি শক্তি, যার মাধ্যমে নফস পরিশুদ্ধ হয় এবং সুন্দরভাবে কার্য সম্পাদন করে।

জুনাইদ বিন মুহাম্মাদ-কে সবর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বললেন, 'ভ্রুকুটি না করে তিক্ততা ও মুসিবত সহ্য করার নাম সবর।'

জুন্নুন বলেন, 'বিরোধিতা না করা, বিপদ ও মুসিবতের ভিড়ে অবিচল থাকা এবং জীবিকার অঙ্গনে চরম দৈন্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও সচ্ছলতা প্রকাশ করাই সবর।'[২৬]

কারও মতে, 'বিপদাপন্ন হয়েও সহজ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করাই সবর।'
মানুষকে কষ্ট দানকারী বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এ থেকে কেউ মুক্তি পাবে না। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা এক স্থানে বলেছেন,

অবশ্যই মানুষকে পরীক্ষা করা হবে। আর এই পরীক্ষা সুখে কিংবা দুঃখে যেকোনো সময়ই হতে পারে। মানুষকে আনন্দদায়ক বিষয় ও কষ্টদায়ক বিষয়-উভয়ের মাধ্যমেই

পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু তার জন্য এসব অবস্থায় অবশ্যই সবরকারী ও কৃতজ্ঞ বান্দা হতে হবে। [২৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

'আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।'[২৮]

২৬. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা
নং ২৭

২৭.উদ্দাতুস সাবিরিন,পৃষ্ঠা নং২৯

২৮. সুরা আল-কাহফ: ৭

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'আর আমি তাদের পরীক্ষা করেছি ভালো ও মন্দের মাধ্যমে, যাতে তারা ফিরে আসে।'[২৯-৩০]

মানুষ পার্শ্ববর্তী লোকদের মাঝে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে তাদেরকে দুটি অবস্থার যেকোনো একটিতে পাবে হয়তো সুখে, না হয় দুঃখে। কিন্তু মানুষ সুখের সময়ের পরীক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকে এবং দুঃখের সময়ের পরীক্ষাকেই পরীক্ষা মনে করে। কারণ, দুঃখের ক্ষেত্রে মানবিক অভিযোগ সুস্পষ্ট। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই,

যার কিছু ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা- পেরেশানি বা বড় ধরনের কোনো মুসিবত নেই। এ ধরায় এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয় না, যেদিনটি দুঃখ-দুদর্শা বা কষ্টহীন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ

'নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। '[৩১]

এই আয়াতের তাফসিরে বলা হয়েছে যে, মানুষ পার্থিব ও পরকালীন-উভয় বিষয়ে কষ্ট সহ্য করে। [৩২]

আব্দুল মালিক বিন আবহার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'প্রত্যেক মানুষই হয়তো সুখের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়, যাতে তার শোকরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায় অথবা বিপদের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়, যাতে তার সবরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়।১০০

বিপদের নিয়ামতে সবরের প্রয়োজনীয়তা তো স্পষ্ট। তবে সুখের নিয়ামতে সবর প্রয়োজন হয় সুখের সময়েও ইবাদতে অটল থাকার জন্য। কারণ, সুখের পরীক্ষাটা দুঃখের পরীক্ষার চেয়ে কঠিন। [৩৪]

২৯. সুরা আল-আরাফ: ১৬৮

৩০. আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা নং ২৭১

৩১. সুরা আল-বালাদ: ৪

৩২. তাফসিরু ইবনি কাসির: ৪/৫১৩

৩৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৫/৮৫

৩৪. মাজমুউল ফাতাওয়া: ১৪/৩০৫

দারিদ্র্যের সময় অনেক মানুষই ঠিক পথে থাকলেও ধনাঢ্যতার সময় খুব কম মানুষই সঠিক পথে থাকে। এ কারণেই জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী মিসকিন হবে। কারণ, দারিদ্র্যের পরীক্ষাটি অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে উভয়টির ক্ষেত্রেই সবর ও শোকর আবশ্যক। কিন্তু সুখের ক্ষেত্রে যেহেতু আনন্দের উপস্থিতি থাকে এবং দুঃখের ক্ষেত্রে বেদনা, তাই সুখের জন্য 'শোকর' এবং দুঃখের জন্য 'সবর' শব্দটি প্রসিদ্ধি পেয়েছে।[৩০]

وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت . ويبتلي الله بعض القوم بالنعم

'কখনো এমন হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ হিসেবে বান্দাকে বিপদ দিয়ে থাকেন। যদিও তা আপাতদৃষ্টিতে কষ্টকর মনে হয়। আবার কখনো অনেক লোককে নিয়ামত দান করেন বিপদ হিসেবে।'৩৬

বিপদাপদ যখন আমাদের ব্যথিত করে তোলে, চিন্তা ও পেরেশানির পাহাড় আমাদের ওপর চেপে বসে, সকল পথ যখন রুদ্ধ হয়ে যায় এবং জগতের অবধারিত দুর্যোগের কবলে যখন আমাদের জীবন অন্ধকারে ছেয়ে যায়-তখন আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। কারণ, এটিই হলো প্রথম মনজিল। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকো। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا

'আপনি বলুন, আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন, তা-ই আমাদের কাছে পৌছবে। '[৩৭]

আর দ্বিতীয় মনজিল হলো, বিপদে সবর করা। এটি সেই ব্যক্তির জন্য যে নিজের ব্যাপারে অবধারিত ফয়সালাতে সন্তুষ্ট থাকতে সক্ষম নয়।
সুতরাং মুমিনের জন্য সন্তুষ্টির পর্যায়টি হলো মুসতাহাব; আর সবর হলো ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় বিধান।

৩৫. মাজমুউল ফাতাওয়া: ১৪/৩০৫

৩৬. মাওয়ারিদুজ জামআন: ২/৭৫

৩৭. সুরা আত-তাওবা: ৫১

কুরআন মাজীদে ধৈর্য শব্দটির ব্যবহার:-

কুরআন মাজীদে শব্দটি ৬টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

১. حَبَسَ النَّفْس : নফসকে সংযত বা আটকে রাখা অর্থে-
যেমন কুরআন মাজীদে বলা হচ্ছে-

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ .

অর্থাৎ, যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী। (সূরা আলে ইমরান: ১৭)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে-

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا.

অর্থাৎ, এখন আমরা অস্থির হই কিংবা সবর করি, উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য সমান, আমাদের পালানোর কোনো জায়গা নেই। (সূরা ইব্রাহিম: ২১)

আবার বলা হচ্ছে-

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب. ٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয়ই সে ছিল আমার অভিমুখী। (সূরা সোয়াদ: ৪৪)

২. الصوم বা রোযা অর্থে-

যেমন সূরা বাক্বারায় আল্লাহ তায়ালা বলছেন- অর্থাৎ, আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন। (সূরা বাক্বারা: ৪৫) অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে-

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاة. ِ

সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين. َ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাক্বারা: ১৫৩)

৩. الخرة: দুঃসাহস বা স্পর্ধা অর্থে-

যেমন সূরা বাক্বারায় বলা হয়েছে- فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ . অর্থাৎ, এদের কী অদ্ভুত ধৈর্য দেখ! জাহান্নামের আযাব বরদাস্ত করার জন্য এরা প্রস্তুত হয়ে গেছে। (সূরা বাক্বারা: ১৭৫)

৪. الْإِصْدَارُ عَلَى الشَّيِ : কোনো বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প বা অবিচল থাকা অর্থে-
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ . অর্থাৎ, চলো অবিচল থাকো নিজেদের উপাস্যদের উপাসনায়। (সূরা সোয়াদ: ৬)
সূরা ফুরকানে বলা হচ্ছে-

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا .

অর্থাৎ, এতো আমাদের পথভ্রষ্ট করে নিজেদের দেবতাদের থেকেই সরিয়ে দিতো যদি না আমরা তাদের প্রতি অটল বিশ্বাসী হয়ে থাকতাম। (সূরা ফুরকান: ৪২)

৫. الرضا তথা সন্তুষ্টি বা সম্মতি অর্থে-
যেমন সূরা তুরে ঘোষিত হয়েছে-

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا.

অর্থাৎ, হে নবী তোমার রবের ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। তুমি আমার চোখে চোখেই আছো। (সূরা তুর: ৪৮)

৬. মা তথা একই রকম বা হুবহু অর্থে'-
যেমন সূরা হজ্জে আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

والصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُم.

অর্থাৎ, যে বিপদই তাদের ওপর আসে তার ওপর তারা সবর করে। (সূরা হজ্জ: ৩৫)
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম শুধুমাত্র সহ্য করা বা ধৈর্যধারণ করা সবরের অর্থ নয় বরং

সবর অর্থ হচ্ছে-

১. ধৈর্যের সাথে সাথে কষ্ট, দুর্ভোগ সহ্য করা।

২. অবস্থার পরিবর্তন করতে গিয়ে কোনো পাপ করে না ফেলা।

৩. আল্লাহর আনুগত্য থেকে সরে না যাওয়া।

পরিভাষায় সবর হচ্ছে:-

অস্থিরতা থেকে নিজের অন্তর/ নফসকে সংযত করা, ক্রোধ ও সন্দেহ থেকে নিজের জিহ্বাকে সংরক্ষণ করা, কাউকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে সবর।

জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) বলেন-
হাসিমুখে তিক্ততার ঢোক গিলে নেয়াই হলো সবর বা ধৈর্য।

জুনুন মিসরী (রহ.) বলেন-

হুসাইন বিন মুহাম্মদ দামেগানী, কামুসুল কুরআনুল কারীম, পৃষ্ঠা: ২৭৩-২৭৪।পুরো নাম আবুল কাসেম আল জুনায়েদ বিন মুহাম্মদ নাহওয়ানাদ বাগদাদী, মৃত্যু ২৯৮ হি., তিনি সুফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।
আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে দূরে থাকা বিপদের সময় শান্ত থাকা এবং জীবনের কুরুক্ষেত্রে দারিদ্রের কষাঘাত সত্ত্বেও অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করাই হলো সবর বা ধৈর্য।
আবু উসমান হায়রী (রহ.) বলেন-

ধৈর্যশীল ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি মন্দ বা অপছন্দনীয় জিনিসগুলোকে প্রতিহত করার জন্য নিজের অন্তর কে সর্বদা প্রস্তুত রাখে বা অন্তরকে অভ্যস্ত করে তোলে, তা প্রতিহত করার জন্য।

আহমাদ আল খাওয়াছ (রহ.) বলেন-

কুরআন ও সুন্নাহর হুকুম/বিধানের ওপর অটল থাকার নামই সবর।

বুওয়াইস বাগদাদী (রহ.) বলেন-

যে কোনো প্রকার অভিযোগ, অনুযোগ, কষ্টকে চিরতরে ত্যাগ করার নামই সবর।

তাবারী (রহ.) বলেন-

মনের কু-প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা থেকে অন্তরকে সংযত রাখার নামই হচ্ছে সবর।

কেউ কেউ বলেন-

আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার নামই সবর।

ধৈর্যের প্রকার:-

অবস্থান হিসেবে ধৈর্য দুই প্রকার:

১. শারিরিক ধৈর্য।

২. আত্মিক ধৈর্য।

এই প্রকার আবার দুই ধরণের: ক. ইচ্ছাধীন,

খ. অনিচ্ছাধীন।

সেই হিসেরে ধৈর্যের মোট চারটি প্রকার হতে পারে-

১. শারিরিক ইচ্ছাধীন ধৈর্য, যেমন: ইচ্ছা করে কোনো গুনাহের কাজ না করা।

২. শারিরিক অনিচ্ছাধীন ধৈর্য, যেমন: বিনা কারণে কেউ কাউকে শরীরে আঘাত দিলো; আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাতে ধৈর্যধারণ করলো। এখানে তার ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো পদ্মা নেই।

৩. ইচ্ছাধীন আত্মিক ধৈর্য, যেমন: কেউ মনের খোরাকের জন্য গাম বাদ্য শুনা থেকে নিজেকে বিরত রাখছে।

৪. অনিচ্ছাধীন আত্মিক ধৈর্য, যেমন: কেউ তার প্রিয়াকে হারিয়ে ধৈর্যধারণ করছে। জগতের সব মানুষই এই প্রকার ধৈর্যের মাঝে ঘূর্ণায়মান। তবে ইচ্ছাধীন দুই প্রকারের মাধ্যমে মানবজাতি অনান্য প্রাণী থেকে আলাদা হয়ে থাকে।

ধৈর্যের সময়:-

আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন, একবার রাসুল এক কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখলেন একজন মহিলা কবরের উপর অঝোরে কাঁদছে।

তখন রাসুল বললেন-

‘হে মহিলা! আল্লাহ-কে ভয় করো এবং তোমার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করো। উত্তরে সে মহিলা বললো, আপনি তো আর আমার মতো না (আমার মতো হলে বুঝতেন কষ্ট কাকে বলে!); তখন দয়ার নবি মুহাম্মাদে আরাবি তার সাথে তর্কে লিপ্ত হলেন না। কিন্তু ঐ মহিলা নবিকে চিনতেন না, তাই সে এভাবে বলেছে। ক্ষণিকপরে মহিলাকে জনৈক ব্যক্তি বলল- (আরে!) এই ব্যক্তি তো নবি মুহাম্মাদে আরাবি। অতঃপর মহিলা মুহাম্মাদ এট্ট-এর দরজা মুবারকের সামনে গেলেন, কিন্তু রাসুল-কে সেখানে পেলেন না। মহিলা বলতে লাগলো-'আমি অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছি; আমি তো নবিকে চিনতাম না।' তখন রাসুল স্ট্রী জবাবে বললেন-'হে মহিলা, শোনো! কোনো বিপদের ধৈর্যতো প্রথম কষ্টের সময়েই হয়ে থাকে। (প্রথম অবস্থাতেই ধৈর্যধারণ করা হচ্ছে ধৈর্যধারণের আসল সময়।)

১০ সহিহ বুখারি: ১২৮৩।

আল্লামা কুরতুবি বলেন-

ধৈর্য হারাবেন না বুকে হাজারো কষ্ট সহ্য করে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে অনেক সওয়াব দান করেন। প্রথম যখন কোনো বিষয় মাথার উপর চেপে বসে ঠিক তখনই ধৈর্যধারণ করা হলো আসল সময়। এরপরে তো এমনিতেই ধীরে-ধীরে কষ্ট লাঘব হয়ে যায়। তারপরে আর ধৈর্য ধরতে হয় না। এমনিতেই ধৈর্যধারণ করতে হয়। কারণ ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তাই বলা হয়- সত্যিকার জ্ঞানী প্রথম কষ্টেই ধৈর্য ধরতে পারে, আর মূর্খরা তা তিন দিন পরে করতে সক্ষম হয়।

দুঃখের সময় ধৈর্য:-

মুজাহিদ বলেন-

'সবরে জামিল' হলো, কষ্ট ও দুঃখ পাওয়ার পরেও অস্থিরতাকে ও দুঃখটাকে বুকে চেপে রাখা এবং ধৈর্যের বিপরীত কোনো কাজ না করা। [১৮]

১৮ তাফসিরে ইবনে কাসির: ২/৬১৯।

ধৈর্য হারাবেন না:-

যেমন কোনো কষ্টে নিপতিত হলে চিৎকার করে কান্নাকাটি করা, কাপড়- চোপড় ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলা, মাথায় থাপ্পড়, গালে থাপ্পড় মারা, এমনিভাবে জাহেলি যুগের মানুষদের ন্যায় যুগের কোনো বদদোয়া ইত্যাদি না করা।

তবে হ্যাঁ, মুসিবতে পতিত হয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তারের নিকট শরণাপন্ন হওয়া ধৈর্যের বিপরীত কোনো কাজ নয়। এমনিভাবে মুসিবতে ও কষ্টে আক্রান্ত হয়ে নিরবে ক্রন্দন করাও ধৈর্যের বিপরীত নয়।

সুফিয়ান সাওরি বলেন-
তিন জিনিষের ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করবে-

১. দুঃখ-কষ্ট কাউকে না বলে তাতে ধৈর্যধারণ করবে।

২. বালা-মুসিবতের কথা কাউকে না বলে তাতে ধৈর্যধারণ করবে।

৩. হৃদয়ের পরিশুদ্ধতার কথা সবার কাছে না বলে ধৈর্যধারণ করবে।

তবে সুফিয়ান সাওরি-এর বক্তব্যের অর্থ হলো নারাজ বা বিরক্ত হয়ে কাউকে বলবে না। নতুবা চিকিৎসা বা অন্যান্য কারণে অন্যকে বলা ধৈর্যের বিপরীত কাজ নয়। তবে অনেকে বিপদে পড়ে ধৈর্যধারণ করার দাবি করলেও বলার ধরণ থেকে বুঝা যায় সে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। যেন মুখে একটা আর অন্তরে আরেকটা। এমন না করা চাই। কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করলে নিজের উদ্দেশ্য পূরণ ও প্রয়োজন মিটে কবি আবৃত্তি করেন-

হইয়ো না নিরাশ হবে যে বিনাশ যদিও হয় দেরী, পাবে তুমি তোমার ধৈর্যের ফসল- থাকবে না কোনো বেড়ী। যদি তুমি উন্নত হতে চাও, তবে গলেতে পরো ধৈর্যের মালা, হবেই তোমার সুগম পথ, থাকবে না কোনো বালা। সে জন সফল হয়েছে, যে জন পরেছে গলেতে ধৈর্যের মালা, তুমিও পরো-পাবে ফসল, হবে না জীবন জ্বালা। [৪]

উম্মে সালমা এ থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেন, কোনো মুসলিমের ওপর যদি বিপদ আসে, আর সে বলে-এতো আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে আর দুআ পাঠ করে এবং বলে-"হে আল্লাহ! আমাকে মুসিবত থেকে মুক্তি দান করে আমার জন্য উত্তম ফয়সালা করুন এবং ভালোর কোনো কিছু থাকলে তার ধৈর্য হারাবেন না।

" তবে আল্লাহ তাকে কল্যাণেরই খলিফা বানিয়ে দেন। উম্মে সালামা বলেন, যখন আবু সালামা মৃত্যুবরণ করলেন তখন আমি বললাম, আবু সালামার মতো আর কে এত ভালো হতে পারে? কিন্তু আল্লাহ আমাকে ধৈর্যধারণের কারণে রাসুল -কে তার পরিবর্তে (স্বামী হিসেবে) দান করেন।"

ধৈর্যধারণ জগতে সম্মান হওয়ার পথ:-

ধৈর্যই মানুষকে এই জগত সংসারে সম্মানী বানিয়ে দেয়, ধৈর্যশীল কখনো কারো সামনে নিজের মাথা নত করে না। ধৈর্যের ফলে সে অন্য কারো জিনিষের প্রতি লোভী হয় না বরং নিজের যা থাকে তার উপরই তুষ্ট হয় এবং ধৈর্যধারণ করে।

ইয়ারমুক যুদ্ধে আবুল আওয়ার এ মুসলমানদের ডেকে বললেন-হে কুরাইশ গোত্র! তোমরা তোমাদের প্রতিদান ও ধৈর্যের অংশকে গ্রহণ করো। কেননা ধৈর্যই হলো দুনিয়ায় বড় সম্মান ও আখেরাতে রহমত ও ফজিলত। তাই ধৈর্যধারণ করো, অধৈর্য হয়ো না।

সালিম কত সুন্দর করে কবিতা আবৃত্তি করেছেন-

গলেতে আমি পরেছি সবরে জামিলের মালা,

প্রভু আমাকে রেখেছেন হেফাজত সব বখিলদের বালা।

ধৈর্যের ক্ষেত্র:-

ধৈর্যধারণ সাধারণভাবে তিনটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

১. আল্লাহ-র আনুগত্যের উপর ধৈর্য।

২. গুনাহ ও পাপাচার থেকে বাঁচার উপর ধৈর্য।

৩. আল্লাহ-র ফয়সালার উপর ধৈর্য।

উপরোক্ত তিন প্রকার হলো ধৈর্যের মূল ক্ষেত্র; কিন্তু এ ছাড়া ধৈর্যের আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। এখানে ধৈর্যের মূল কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করা হবে, যেগুলোর সাথে মানুষের সম্পৃক্ততা বেশী।

এই ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া কেউ কখনো সফলতার উঁচু পাহাড়ে উঠতে পারেনি, আর কেউ পারবেও না। আসলে দুঃখের পরেই সুখ আসে। তবে তার এ দুঃখ ও কষ্টটা সারাজীবন তার গলাতেই ঝুলে থাকবে, এমনটা নয়; বরং কিছুদিন মালিকের পক্ষ থেকে তার বান্দার উপর পরীক্ষামূলক থাকবে এবং বান্দা পরীক্ষায় পাশ করলেই আল্লাহ আবার উঠিয়ে নিবেন।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ.ٍ

"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।"**

অর্থাৎ মানবকে কষ্ট, বালা-মুসিবতের মধ্যেই সৃষ্টি করেছি। এই জগত সংসারে তার গলায় পরতে হবে হাজারো কষ্টের মালা। জীবনে দুঃখ আসবে। তাই সেই দুঃখের মাঝে ঘাবড়ানো যাবে না। ধৈর্যধারণ
করতে হবে। আল্লাহ-র প্রতি আস্থা রাখতে হবে এই বলে যে-এগুলো হচ্ছে আল্লাহ-র পক্ষ থেকে পরীক্ষা।
আল্লাহ মুমিনদেরকে বিভিন্ন দুঃখ ও কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين.َ

"অবশ্যই আমি তোমাদেরকে কিছুটা ভয়, ক্ষুধা ও জান এবং মালকে বিনষ্ট করার মাধ্যমে পরীক্ষা করব। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যধারণকারীদের।"৫৭

রবের কাছে দুআর উপর ধৈর্যধারণ:-

আজকাল মানুষেরা দুআর উপর ধৈর্যধারণ করতে অধৈর্য হয়ে পড়ছে। অথচ দুআর উপর ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বিশেষ ক্ষেত্র। তাই তো দ্বীন থেকে তারা ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে, আর এ দূরত্বটা তাকে অনেক বড় গুনাহ ও পাপ করতে বাঁধা দেয় না।

হযরত নূহ প্রায় সাড়ে নয়শত বছর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে, তবুও সে মালিকের দরবারে শুধু দুআ করতেন ও ধৈর্যধারণ করতেন। তিনি অধৈর্য হয়ে দোয়া করাকে ছেড়ে দেননি। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا.

"সে বলল-হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নই বৃদ্ধি করেছে।[৬৪] "(সুরা নুহ: ৫-৬)

দু'আর ক্ষেত্রে কষ্ট কেবল দেহে নয় বরং মনেও ধৈর্যধারণ করবে অর্থাৎ মনে কোনো আক্ষেপ করবে না। আর শত্রুর পক্ষ থেকে যত বদদোয়া আসুক না কেন তাতেও কোনো পরোয়া করবে না। তখনও মুমিন বান্দা ধৈর্য হারাবেন না।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

"অবশ্যই ধন-সম্পদ ও জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। আর তোমরা আহলে কিতাব কাফিরদের কাছ থেকে অনেক বড় অশোভন উক্তি শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তা তোমাদের একান্ত সৎ সাহসের ব্যাপার।[৬৫] (সুরা আলে ইমরান:১৮৬)

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.

"কাফেররা যা বলে সেগুলোর উপর আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।"[৬৬]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا.

"আপনার পূর্ববতী অনেক নবিকে মিথ্যা বলা হয়েছে। আমার সাহায্য আসা পর্যন্ত তারা এতে ধৈর্যধারণ করেছেন। "[৬৭]

আল্লাহ-র পক্ষ থেকে শান্তি আসা পর্যন্ত দুআকে চালু রাখবেন, দুআকে বন্ধ করে দিবেন না এবং তার সাহায্য-সহযোগিতা আসার প্রহর গুণেই ধৈর্যধারণ করবেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ

آمَنُوا مَعَهُ مَا نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

তোমাদের কি এ ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে যাবে অথচ তোমরা সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি-যারা পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। তখন তারা এমনিভাবে শিহরিত হয়েছে যাতে নবি ও তার প্রতি যারা ঈমান এনেছিলো তাদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শোনে নাও-আল্লাহর সাহায্যই নিকটবর্তী।"[৬৮]

[৬৬] সুরা মুযযাম্মিল: ১০।

[৬৭] সুরা আল আনআম: ৩৪।

[৬৮]সুরা বাকারা: ২১৪।

হৃদয়ে এ বিশ্বাস স্থাপন করতেই হবে যে আল্লাহ -র পক্ষ থেকে সাহায্য আসবেই। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنَجِيَ

مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ.

"যখন পয়গম্বরগণ নিরাশ হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো; তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি উদ্ধার করেছি। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না।"[৬৯]

যে মুমিন বান্দা সত্যের উপর থাকবে ও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। তখন তার কষ্ট সহ্য করতে হবেই। আর এ কষ্ট-ক্লেশের ঔষধ একমাত্র ধৈর্যধারণ। অধৈর্য না হয়ে আল্লাহ-র কাছে সাহায্য কামনা ও তার দরবারের দিকে ফিরে যাওয়া। কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করা ।যখন বান্দার উপর হাজারো কষ্ট নিপতিত হয়, তখন সে কষ্টকে মাথা পেতে নিবে। এতে সে অধৈর্য হবে না। শত্রুদের সামনে দাঁড়ালেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। প্রভুর পক্ষ থেকে সাহায্য আসার জন্য ধৈর্যধারণ করা শর্ত। তবেই প্রভু থেকে সাহায্য আসবে। শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার সময় যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা অনেক বড় কবিরা গুনাহ। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا.

"তোমরা যখন কোনো শত্রুদের সাথে সাক্ষাত করো তখন স্থির
থাকো। [৭০]

[৬৯]সুরা ইউসুফ: ১১০।

[৭০]সুরা আল আনফাল: ৪৫।

অর্থাৎ শত্রুদের পক্ষ থেকে যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হবে তখন পলায়ন করো না বরং ধৈর্যধারণ করা।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِين.

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল। "[৭১]

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ
الشَّاكِرِين.

"আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল ছাড়া আর বৈ কিছু না। তার পূর্বেও অনেক রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তাহলে কি পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ সওয়াব দান করবেন। "[৭২]

তাদের পূর্ববর্তী মুমিনরাও কষ্টের উপর স্থীর ছিলো, তালুতের সাথে অনেক মুমিন ছিলো যাদের হাজারো কষ্ট থাকা সত্ত্বেও তালুতের সাথে ধৈর্যধারণ করেছেন। তারা কষ্টের কারণে কোথাও ভেগে যাওয়ার কল্পনাও করেননি।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাদের ইস্পাত লোহার মতো ধৈর্যধারণের কথা বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ

[৭১]সুরা আলে ইমরান: ১৪২।

[৭২]সুরা আলে ইমরান: ১৪৪।

فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا
طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ
كم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِين.

"অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হলো, তখন বললো-নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে, সে আমার দলের অর্ন্তভুক্ত নয়। আর যে লোক স্বাদ গ্রহণ করবে না, নিশ্চয় সে আমার দলের লোক। কিন্তু যে লোক আঁজলা ভরে সামান্য পান করবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। তারপর তালুতের কথা অমান্য করে সবাই পানি পান করলো- সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন নদী পার হলো তখন তার সাথে ছিলো মাত্র কয়েকজন ঈমানদার। এরপরে ঐ সামান্য লোকেরা বলতে লাগলো, আজকের দিনে জালুত ও তার সেনাবাহিনিদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু যাদের ধারণা ছিলো যে-আল্লাহর সামনে আমাদের একদিন দাঁড়াতে হবে, তারা

বারবার বলতে লাগলো, সামান্য দলই বিরাট দলের উপর আল্লাহর হুকুমেই জয়ী হয়েছেন। আর যারা ধৈর্যশীল, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। "[৭৩]

তালুতের বাহিনির কিছু লোক অধৈর্য হয়ে অনুমতি পাওয়ার পূর্বেই পানি পান করে ভেগে গিয়েছিলো, আর কিছু লোক ইস্পাত লোহার মতো শক্ত ও স্থির ছিলো এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তাদের ধৈর্য ও ত্যাগের কারণেই আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ের মুকুট পরিধান করিয়েছেন।
(সুরা বাকারা:২৪৯)

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা:-

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বড় ক্ষেত্র। ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হলে বুকে থাকতে হবে ধৈর্যের পাহাড়, হতে হবে ইস্পাত লোহার মতো দৃঢ় ও শক্ত। অসীম দুঃখ-বেদনাকে বুকে লালন করেই হতে হবে অনেক বড়। ছুঁতে হবে ইলমের হিমালয়। পৌঁছতে হবে কাঙ্ক্ষিত মানযিলে। যদি বুকে এমন স্বপ্ন লালন না করা যায়, তাহলে ইলমের ভুবনে কখনোই পৌঁছা যাবে না, ফোটা যাবে না ইলমে নববির ফুটন্ত ফুল হয়ে। খিজির মুসা -কে ইলম শিক্ষা করতে হলে ধৈর্যধারণের বিষয়ে পূর্বে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
"তিনি (খিজির) বললেন, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া যে বিষয় আপনার আওতাধীন নয়, তা দেখে আপনি কিভাবে ধৈর্যধারণ করবেন?" (সুরা কাহাফ:৬৭-৬৮)

উত্তরে মুসা বললেন, জ্বী আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব। আমি হাজারো কষ্ট বুকে লালন করে আপনার থেকে ইলম শিখব। আমি একটুও অধৈর্য হবো না। আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দিন।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا .

"অতঃপর সে (মুসা) বললো, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করবো না।"

(সুরা কাহাফ:৬৯)

এ প্রকার ধৈর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে মুফতি হওয়ার পূর্বে ফতোয়া না দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা। আর শিক্ষকেরও ধৈর্যধারণ করতে হবে ছাত্রকে সবক ইত্যাদি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

ধৈর্য কি আল্লাহ প্রদত্ত?

অনেক মানুষ আছে যারা দুঃখ-কষ্ট, মুসিবতে পতিত হওয়ার পর তাদেরকে যদি ধৈর্যধারণের নসিহত করা হয়, তখন তারা বলে-আল্লাহ তো আমাকে কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করেননি, তাহলে আমি কিভাবে ধৈর্যধারণ করব? তারা মনে করে যে, ধৈর্য কেবল আল্লাহ প্রদত্ত্ব! মানুষ তা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু ঐসব বন্ধুদের কথাটা সঠিক মনে হয় না; যদি তাদের কথা সঠিক হতো তাহলে হাদিস ও নসের বক্তব্য বিপরীতমুখী হতো। কারণ অনেক শরয়ী দলিলের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ধৈর্য মানুষের সৃষ্টিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ চেষ্টা করলে তা অর্জন করতে সক্ষম।

আবু সাঈদ খুদরি থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ বলেন

, যে ব্যক্তি বালা- মুসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করতে ইচ্ছে করে; আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করেন।(সহিহ বুখারি: ১৪৬৯)

তবে একথা বাস্তব যে, ধৈর্যধারণকারীদের বিভিন্ন স্তর আছে, সবাই একই রকম ধৈর্যধারণ করতে পারে না। আসল কথা হলো-ধৈর্য হচ্ছে হৃদয়ের একটি অবস্থা, যা অর্জন করে নিতে হবে। শুধু বললেই হয় না বরং অন্তরের সাথে অনেক মুজাহাদা করতে হয়। চেষ্টা করে এ ধৈর্যধারণ হাসিল করতে হয়। সাথে-সাথে যেসব কাজ ধৈর্যধারণ করতে সাহায্য করে সেগুলোকেও অবলম্বন করা। তাহলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হবে।

জগতের নিয়ম জানা:-

একথা হৃদয়ঙ্গম করে নিন যে, আল্লাহ মানুষকে এ জগতে কষ্টের মাঝেই সৃষ্টি করেছেন। মানুষ কষ্টের নদীতে ভাসতে ভাসতে একদিন সুখের দেখা পেয়ে আল্লাহ-র সাথে সাক্ষাত করবে। একটু ভাবুন দুনিয়াটা আসলেই কষ্টের জগত। এ জগত সংসারে যারাই দেখবেন বড় কিংবা মর্যাদাবান হয়েছে বা সফলতার পথ ধরে বিজয়মালা পরিধান করেছেন, তাদের পূর্বের পথচলা ছিলো অনেক কষ্টের। সুতরাং আপনাকেও এ জগত নামক কষ্টের ভূবনে সফলতাকে খুঁজে পেতে হলে কষ্টের নদীতে ডুব দিতে হবে। ব্যস, এতটুকু ভাবলেই তো হয়। তাহলেই আপনার কাছে সে কষ্ট আর কষ্ট মনে হবে না। ধৈর্যধারণ করা আপনার জন্য একদম সহজ হয়ে যাবে।
আবুল হাসান তাহামি আবৃত্তি করেছেন-

হয়েছো সৃষ্টি কষ্টের মাঝে, চলতে কেন চাও সহজের মাঝে। মানুষ আদিষ্ট মনের বিপরীত, পানি থেকে বের করে আনতে হবে আগুনের কুন্ডি।"

জগতটাকে এমন ধারণা করলে আপনার জীবনে হাজারো দুঃখকে কখনোই দুঃখ মনে হবে না; আপনি তাতে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন অনায়াসে। উপভোগ করতে পারবেন আপনার সোনালি জীবন। যে এমন বুঝতে পারবে তার কাছে জগতের যত গ্লানি আসবে সেটাকে একদম স্বাভাবিক মনে হবে। সয়ে যেতে পারবে সব ক্লান্তি। হৃদয়ে পাবে প্রশান্তি।

বালা-মুসিবত আল্লাহ-র পক্ষ থেকে:-

ধৈর্যধারণের আরেকটি মাধ্যম হলো-দুনিয়া কেবল আল্লার-ই, তিনি যাকে চান দান করেন আর যাকে চান বঞ্চিত রাখেন এমন বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নেওয়া। তাহলে আপনার আমার জন্য দুনিয়ার গ্লানির উপর ধৈর্যধারণ করা একদম সহজ হবে।
আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُون.َ

"হে মানব! তোমাদের কাছে যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর যখন তোমরা দুঃখ-কষ্টে পতিত হও তখন আল্লাহর নিকটই কান্নাকাটি করো।
"
(সুরা নাহল:৫৩)

সমগ্র দুনিয়া ঐ মালিকেরই, (যিনি এ আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, তারকা, নিহারিকা, খাল-বিল, নদি-নালাসহ সব কিছুর মালিক ও সৃষ্টিকর্তা।) তিনি যাকে ইচ্ছে দান করেন আর যাকে ইচ্ছে বঞ্চিত করেন। তাই তো আল্লাহ এ-র পক্ষ থেকে যখন কোন বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবতের মাধ্যমে কাউকে পরীক্ষা করা হয়; তখন সে যেন বলে- ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। এমনটাই আল্লাহ-র নির্দেশ। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

"যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।"(সুরা বাকারা: ১৫৬)

পৃথিবির সব মানুষ, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন আল্লাহ-রই মালিকানায়। তিনি এগুলোকে মানবের কাছে 'ধার' হিসেবে দিয়েছেন, আবার যখন ইচ্ছা করলে এগুলো তিনি ফিরিয়ে নিবেন।

উম্মে সুলাইম-র প্রিয় সন্তানের প্রাণ পাখি না ফেরার দেশে চলে যাওয়ার পর উম্মে সুলাইম আবু তালহাকে উদ্দেশ্য করে বললেন-'হে আবু তালহা। তুমি কি মনে করো যদি কেউ বাড়ির মালিককে কোনো কিছু ধার হিসাবে দেয়, অতঃপর বাড়ির মালিকের থেকে সে ধারকৃত বস্তু আবার ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তারা কি তাদেরকে বাঁধা প্রদান করতে পারবে? বাড়ির মালিকের কোনো অন্যায় হবে?' আবু তালহা জবাব দিলেন, না। (অন্যায় হবে কেন? তার সম্পদ সে নিয়েছে।) তখন উম্মে সুলাইম বললেন, (তাহলে শোনো। আমাদের সন্তানের মালিক তো আল্লাহ । তাই তিনি তার বস্তুকে নিয়ে নিয়েছেন। এতে কোনো আফসোসের কারণ নেই।) সুতরাং তোমার সন্তানের জন্য আল্লাহ-র কাছে সওয়াব কামনা করো।

(সহিহ মুসলিম: ২১৪৪)

সবরের মধ্যে সওয়াব নিহিত রয়েছে এমন ধারণা করা:-

সবরের পথে চলার আরো একটি মাধ্যম হলো-এটা মনে করবেন যে, আমার এ কষ্টের উপর আল্লাহ সওয়াব দান করবেন ইনশা আল্লাহ!

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون.َ

"তাদের প্রতিদান কতইনা উত্তম! যারা বিভিন্ন কষ্টে ধৈর্যধারণ করে এবং প্রেমময় প্রভুর উপর ভরসা করে। "(সুরা আল আনকাবূত: ৫৮-৫৯)

ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেন, উপরোক্ত আয়াতে এটাই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যারা বিভিন্ন ধৈর্যধারণ করবে আল্লাহ দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েও সওয়াবের আশায় তাদের উত্তম প্রতিদান দান করবেন।(মাদারিজুস সালিকিন: ২/১৬৭)

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেন-

يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن
جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض.

"কিয়ামতের দিন (দুনিয়াতে) মুসিবতে পতিতদেরকে প্রতিদান দেওয়ার সময়কালে বিপদ থেকে মুক্তিপ্রাপ্তরা বলবে হায়! জগতে যদি আমাদের আরো কষ্ট দেওয়া হতো; এমনকি গায়ের চামড়াগুলোকে যদি কেঁচির মাধ্যমে কর্তন করা হতো; তবুও ভালো হতো, (আজ তাহলে আরো অনেক বড় প্রতিদান পেতাম।)
(সুনানু তিরমিযি: ২৪০২)

ধৈর্যের নিয়ত করা:-

আব্দুল ওহেদ বিন যায়েদ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ-র আনুগত্যের ওপর সবরের নিয়ত করবে, আল্লাহ তাকে সবর করার ক্ষমতা প্রদান করবেন ও অনেক শক্তি প্রদান করবেন। আর যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বিমুখতায় সবরের নিয়ত করবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন ও পাল থেকে পবিত্র রাখবেন। [৮৪]

কষ্ট লাঘবের বিশ্বাস করা:-

আল্লাহ প্রত্যেক কষ্টের সাথে স্বস্তি ও রহমত রাখেন। কাউকেই হরহামেশা কষ্টের সাগরে ডুবিয়ে রাখেন না। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا .

"নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।"[৮৫]

আর আল্লাহ কষ্টের পরে স্বস্তি দেওয়ার ওয়াদা করেছেন, তিনি কখনো তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে-

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُون.َ

"অতএব আপনি সবর করুন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর যারা বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে। "[৮৬]

রাতের আধাঁর কেটে ফজর আসবেই। সবসময় পৃথিবি রাতের কালো চাদরে ঢাকা থাকে না। একদিনতো ভোর হয়। (অবশ্যই কষ্টের পাহাড় থেকে একদিন স্বস্তির পাহাড় আসবেই। দুঃখের কালো মেঘ একদিন সরে যাবে। শুধু শর্ত হলো ধৈর্যধারণ করতে হবে। ধৈর্য হারানো যাবে না।)

কবি আবৃত্তি করেছেন-

আমার কষ্ট আরো বেড়ে গেছে, আর তোমার সূর্য প্রভাত হওয়ার প্রান্তে।

[৮৪] হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৬/১৬৩।

[৮৫] সুরা আলাম নাশরাহ। ৫-৬।

[৮৬] সুরা রুম: ৬০।

ইয়াকুব তার প্রিয় পুত্র ইউসুফ ও বিন ইয়ামিনকে হারিয়ে ধৈর্যধারণ করেছেন, পরবর্তীতে আল্লাহ তার সব সন্তানকে তার বুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে-

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.ُ

"তিনি (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) বলতে লাগলেন, কিছুই না। এরা মনগড়া একটি কথা নিয়ে এসেছে, এখন ধৈর্যধারণই উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেন, তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"(সুরা ইউসুফ: ৮৩)

ইয়াকুব তার সব দুঃখকে আল্লাহ-র সমীপেই পেশ করলেছিলেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ.ِ

"তিনি বললেন, আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি।" (সুরা ইউসুফ: ৮৬)

ইয়াকুব তার বুকে বয়ে যাওয়া কষ্টের কথা পৃথিবির কোনো ব্যক্তিকে প্রকাশ করেননি। নীরবে বুকে লালন করেছেন সন্তানহারা কষ্ট। পরবর্তীতে আল্লাহ তার সব সন্তানকে তার ভালোবাসার পরশে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

প্রভুর সাহায্য কামনা করা:-

কষ্টের ঝড়ো হাওয়া বুকে বয়ে গেলে প্রভুর কাছেই আশ্রয় চাওয়া ও প্রভুর কাছে সাহায্য কামনা করা হলো সবরের সিঁড়িতে পা রাখার অন্যতম মাধ্যম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

"আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে না।"(সুরা নাহল:১২৭)

ইবনে কাসির বলেন,
উপরোক্ত আয়াতে এমন সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, প্রভুর ইচ্ছা ছাড়া কখনো ধৈর্যধারণ করা সম্ভব নয়, আল্লাহ -র সাহায্য অবশ্যই আবশ্যক। তাই ধৈর্য্যের ক্ষেত্রে প্রভুর কাছে সাহায্য কামনা করা চাই।

দ্বৈর্যকে সৌভাগ্য মনে করা:-

ধৈর্যের উপর নিজেকে স্থীর রাখার আরেকটি মাধ্যম হলো, কোনো বিপদ চলে আসলে সেটাকে সৌভাগ্য মনে করা। এমন বলা যে, এটা আমার কপালে প্রভুর পক্ষ থেকে এমনই লিখিত ছিলো তাই এমন হয়েছে। আর আল্লাহ- র লিখন বা নির্ধারণকে কখনো ঠেকানো যায় না। আল্লাহ-র বিধানকে কখনো কোনো কৌশলেও দূর করা যাবে না।

তার লিখন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করা যায় না। তাহলে দেখবেন আপনার ভেতরে সবরের একটা

ধৈর্যকে সৌভাগ্য মনে করা

ধৈর্যের উপর নিজেকে স্থীর রাখার আরেকটি মাধ্যম হলো, কোনো বিপদ চলে আসলে সেটাকে সৌভাগ্য মনে করা। এমন বলা যে, এটা আমার কপালে প্রভুর পক্ষ থেকে এমনই লিখিত ছিলো তাই এমন হয়েছে। আর আল্লাহ- র লিখন বা নির্ধারণকে কখনো ঠেকানো যায় না। আল্লাহ-র বিধানকে কখনো কোনো কৌশলেও দূর করা যাবে না। তার লিখন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করা যায় না। তাহলে দেখবেন আপনার ভেতরে সবরের একটা সাহস আসবে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে-

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير.ٌ

"পৃথিবিতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোনো বিপদ আসেনা; বরং তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।""(তাফসিরে ইবনু কাসির: ২/৭৮১)

কোনো মুসিবত আসলেই হৈ-চৈ, চিৎকার-চেঁচামেচি, জামা-কাপড় ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলা হলো একদম মূর্খতার পরিচয়। কারণ এগুলো করলে আপনার হারিয়ে যাওয়া কোনো কিছু আর ফিরে আসবে না এবং এসব করার দ্বারা কিছু অর্জিতও হবে না। নীরবে মুসিবতকে সহ্য করা হলো জ্ঞানীর পরিচয়।

তাছাড়া এটাও তো বুঝা দরকার যে, এখনতো ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাহলে এসব করবো কেন? কিন্তু মূর্খরা বিপদের কোন কথা শোনা মাত্রই একেবারে হৈ-হুল্লোড় করা শুরু করে দেয়, যখন দেখে এগুলো করে কোনো লাভ নেই,

তখন ধৈর্যধারণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি সে এ ধৈর্যধারণটা প্রথম ধাক্কায় করতো তাহলে কত ভালো হতো..।

বিপদে ধৈর্যধারণের আরেকটি মাধ্যম হলো, অন্তরে এ বিশ্বাস গেঁথে নেওয়া যে, আল্লাহ বান্দাকে তার সালাহিয়্যাত বা ভারসাম্যতা অনুযায়ী মুসিবতে পতিত করেন।

সা'দ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল-কে জিজ্ঞাসা করা হলো-'হে আল্লাহর রাসুল! সবচেয়ে বেশী কারা মুসিবতে পতিত হয়েছে?' তখন রাসুল বলেন সবচেয়ে বেশী মুসিবতে পতিত হয়েছেন নবিরা। এরপরে তার মতো যারা তারা। এরপরে যার ঈমান যত শক্তিশালী সে তত মুসিবতে পতিত হয়েছে। আর যদি দ্বীনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে থাকে, তাহলে সে কঠিন মুসিবতে পতিত হয়েছে। আর যদি দ্বীনের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা থাকে, তাহলে সে অনুযায়ী মুসিবতে পতিত হয়েছে। দুঃখ-কষ্ট, মুসিবত বান্দার সাথে থাকবেই। বান্দা থেকে কষ্ট ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ সে দুনিয়ার জমিনে চলাফেরা করে।(আল-ইহইয়া: ৪/৭৭)

বিপদের কথা গোপন রাখা:-

মুসিবত ও বিপদাপদের কথা গোপন রাখা এবং এ ব্যাপারে অন্যদের অবহিত না করার ব্যাপারে সুন্দর একটি নববি নির্দেশনা রয়েছে। রাসুল বলেন:

مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ، وَالْأَمْرَاضِ، وَالصَّدَقَةِ

'বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও সদাকার কথা গোপন রাখা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। [৪৯]

মুসিবত গোপন রাখা সম্ভব হলে তা গোপন রাখা আল্লাহ তাআলার গোপন নিয়ামতের একটি। এটি রিজা বা সন্তুষ্টির গোপন রহস্য এবং উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা না থাকার প্রমাণ।

আহনাফ বলেন,

'আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি প্রায় চল্লিশ বছর হলো, কিন্তু আমি কারও সাথে তা আলোচনা করিনি। '[৫০]

আতা-এর এক চোখে পানি জমেছে প্রায় বিশ বছর অতিবাহিত হলো, কিন্তু তার পরিবারের কেউ তা জানতে পারেনি। [৫১]

আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। মুসিবতের ব্যাপারে আমাদের এতসব অভিযোগ যদি তিনি শুনতেন, তাহলে খুবই অবাক হতেন। বরং আমাদের কিছু লোক আছে, যাদেরকে সাধারণ অবস্থা ও সুস্থতার ব্যাপারে জানতে চাইলেও বিভিন্ন অভিযোগ তোলা শুরু করে এবং নিজেদের অবস্থার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে। নিজের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি এবং সন্তান ও পরিবারের বিষয়ও আলোচনা করতে থাকে। তার কথা শুনে মনে হবে, লোকটি জীবনেও কোনো কল্যাণ, নিয়ামত কিংবা সুখ দেখেনি। আল্লাহর শপথ, যদি রিজা বা সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে নিজের জীবনের প্রতি সে দৃষ্টি দিত, তবে সর্বক্ষেত্রেই নিজের চারদিকে সে কল্যাণের পরিবেষ্টন দেখতে পেত। দেখতে পেত তাকে সীমাহীন ও অগণিত নিয়ামত বেষ্টন করে রেখেছে।

[৪৯] আবুল ইমান: ৯৫৭৪

[৫০] মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং ২৯৯

[৫১] তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২২৬

রাসুলুল্লাহ বলেন:

مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ، وَالْأَمْرَاضِ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْ بَثَّ فَلَمْ يَصْبِرْ
'বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধির কথা গোপন রাখা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি বিপদের কথা প্রকাশ করল, সে সবর করল না। '[৫২]

ইউনুস বিন জাইদ রাবিয়া বিন আবু আব্দুর রহমান এ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'সবরের সর্বোচ্চ স্তর কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'বান্দার বিপদাপন্ন অবস্থা ও বিপদমুক্ত অবস্থা একই হওয়া।'[৫৩]

বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুজানি বলেন, 'সালাফে সালিহিনের যুগে বলা হতো, 'মুসিবতগ্রস্ত হওয়ার পর ঘরে বসে থাকাও ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক।'[৫৪]

সবরের গুরুত্ব ও মর্যাদা:-

সবরের মর্যাদা অনেক এবং এর স্থান বহু উর্ধ্বে। আলি বিন আবি তালিব বলেন, 'মনে রেখো, ইমানের জন্য সবর দেহের জন্য মাথার ন্যায়। যদি মাথা কেটে যায়, তবে দেহ অকেজো হয়ে পড়ে।' অতঃপর তিনি উচ্চ আওয়াজে বললেন, 'জেনে রেখো, যার সবর নেই, তার ইমান নেই।'১০৪

উমর বিন খাত্তাব বলেন, 'আমরা জীবনের সুখ পেয়েছি সবরের মাধ্যমে। '১০৫

স্মরণ রাখতে হবে, যদি দুনিয়াতে বিপদাপদ ও পরীক্ষা না থাকত, তবে মানুষ আত্মগরিমা, অহমিকা, অহংকার এবং হৃদয়ের কাঠিন্য ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে যেত, যা তার দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের কারণ হতো। পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলার রহমতের দাবি ছিল, তিনি বান্দাদেরকে বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক

পর্যবেক্ষণ করবেন। যেন এই বিপদগুলো উপরোক্ত ব্যাধিসমূহ নির্মূলের ক্ষেত্রে তাদের জন্য সহকারী হয়, তাদের ইবাদত হয় নিষ্ঠাপূর্ণ এবং মুক্ত থাকতে পারে ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো থেকে। পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে সত্তার, যিনি বিপদের মাধ্যমে দয়া করেন এবং নিয়ামতের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। যেমন বলা হয়:

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم

'কখনো এমন হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ হিসেবে বান্দাকে বিপদ দিয়ে থাকেন। যদিও তা আপাতদৃষ্টিতে কষ্টকর মনে হয়। আবার কখনো অনেক লোককে নিয়ামত দান করেন বিপদ হিসেবে। '১০৯

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষা ও বিপদাপদের মাধ্যমে চিকিৎসা না করতেন, তবে জমিন অবাধ্যতা, নাফরমানি, হঠকারিতা এবং জোর-জুলুমে ছেয়ে যেত এবং ফাসাদে ভরে যেত। মানুষের স্বভাবগত চাহিদা হলো, যখন তার জন্য আদেশ-নিষেধ, সুস্থতা ও অবসর থাকবে এবং

১০৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া: ১/১৮১ ১০৯. মাওয়ারিদুজ জামআন: ২/৭৫

ভীতিপ্রদর্শন ব্যতীত কোনো শরয়ি বিধান দেওয়া হবে, তখন পূর্ববর্তী জাতির সাথে কী হয়েছে, তা জানা সত্ত্বেও তারা জমিনে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে। এর সাথে যদি তাদের কোনো বিপদাপদ ছাড়াই রেখে দেওয়া হয়, তবে তাদের অবস্থা কেমন হবে, তা বলাই বাহুল্য। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তাকে অবস্থা অনুযায়ী পরীক্ষা করেন এবং বিপদের ওষুধ সেবন করিয়ে ধ্বংসাত্মক ব্যাধিসমূহ থেকে মুক্ত করেন। অবশেষে তাকে স্বচ্ছ এবং পূত-পবিত্র করে দুনিয়ার সর্বোচ্চ মর্যাদা তথা 'উবুদিয়্যাত' বা গোলামির উপযুক্ত করে তোলেন এবং দান করেন আখিরাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা তথা আল্লাহ তাআলার দিদার।১১০

আবু দারদা আমাদের তিনটি বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন, যা দুর্বল করে দেয় মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিকে এবং সহায়তা করে স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জনে। তিনি বলেন, 'আমি এমন তিনটি জিনিসকে ভালোবাসি, যেগুলোকে সাধারণ মানুষ অপছন্দ করে: দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি এবং মৃত্যু। দারিদ্র্যকে ভালোবাসি, কারণ তা রবের সামনে বিনয় প্রকাশের মাধ্যম। মৃত্যুকে ভালোবাসি, কারণ, রবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মৃত্যুই একমাত্র পন্থা। এবং রোগ-ব্যাধিকে ভালোবাসি, কারণ রোগ-ব্যাধি পাপরাশি মুছে দেয়। '১১১

জনৈক সালাফ বলেন, 'তিনটি জিনিসের মাধ্যমে মানুষের বিবেকের পরীক্ষা করা হয়: অধিক সম্পদ, বিপদাপদ ও ক্ষমতা। '১১২

ইয়াজিদ বিন মাইসারা বলেন, 'বান্দা রোগে আক্রান্ত হলো। এদিকে আল্লাহর কাছে তার কোনো উত্তম আমল নেই। তখন আল্লাহ তাকে অতীতের কোনো গুনাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ফলে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ থেকে মাছির মাথা পরিমাণ হলেও অশ্রু বের হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সুস্থ করলে সে গুনাহ থেকে পবিত্র অবস্থায় সুস্থ হয় কিংবা মৃত্যু দান করলে গুনাহ থেকে পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। ১১৩

জীবনের পর মৃত্যুর আগমন এবং সুস্থতার পর অসুস্থতার আগমন সত্য। যাদের আমরা ভালোবাসি, তাদের থেকে একদিন অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। যাদের আমরা সম্মান করি, তাদেরও একদিন বিদায় জানাতে হবে। এ দুনিয়া কারও জন্যই স্থায়ী নয়।

মোটকথা, পৃথিবীতে বিপদ একদম স্বাভাবিক একটা বিষয়। সুতরাং আমরা বিপদের সময় ধৈর্যহীনতা থেকে আশ্রয় কামনা করছি এবং ধৈর্যের ওপর অটল ও অবিচল

থাকার প্রার্থনা করছি। কারণ, যারা তাকদির ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং আপত্তি উত্থাপন করে, তাদের পরিণাম মন্দ হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন এবং আমাদের পরিণাম ভালো ও কল্যাণময় করুন।

আব্দুল আলা তাইমি বলতেন, 'তোমরা আল্লাহর কাছে অধিক হারে নিরাপত্তা কামনা করো। কেননা, বিপদের আশঙ্কা যাকে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায়,

তার দুআ করার প্রয়োজনীয়তা বিপদগ্রস্ত লোকের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আজকে যে ব্যক্তি মুসিবতের শিকার হয়ে হাঁস-ফাঁস করছে, কিছুদিন

১৯৩, আস-সিয়ার: ১৪/২৮০

১৯৪, আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি: ৪২৭৮

পূর্বেও সে পরম স্বস্তি ও শান্তিতে দিন গুজরান করছিল। অনাগত দিনগুলোতে যার জন্য ওত পেতে আছে সমূহ বিপদ, আজ হয়তো সে দিনাতিপাত করছে পরম সুখ ও সমৃদ্ধিতে। যদিও মুসিবত অনেক সময় কল্যাণ ডেকে আনে, তবুও আমরা মুসিবত চাই না। কেননা, অনেক বিপদ দুনিয়াতে মানুষকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে এবং লাঞ্ছিত করে আখিরাতেও। যে ব্যক্তি জীবনের একটা বড় সময় নাফরমানিতে কাটিয়ে দিয়েছে, হয়তো তার বাকি জীবনও এভাবে অতিবাহিত হবে মুসিবতের মাঝে, যা বিষিয়ে তুলবে দুনিয়ার জীবন এবং আখিরাতেও ডেকে আনবে অপমান আর লাঞ্ছনা। ১৯৫

মাইমুন বিন মিহরান বলেন, 'কল্যাণভান্ডারের কোনো অংশ কেউ সবর ব্যতীত লাভ করতে পারেনি।'১৯৬

জনৈক সালাফ বলেন, 'বিপদে মুমিন ও কাফির সকলেই সবর করে, কিন্তু সুখের সময় শুধু সিদ্দিকগণই (বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত লোক) সবর করেন। '১৯৭

অনুগ্রহ ও দয়াকারীর জিকির ও শোকরের ব্যাপারে আপনার জিহ্বাকে ইচ্ছাধিকার দেবেন না (অর্থাৎ অবশ্যই তার জিকির ও শোকর করতে হবে) এবং মুসিবতের সময় 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করতে কিছুতেই ভুলবেন না। বিপদগ্রস্তদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুল -এর পক্ষ থেকে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বাক্যটি ওষুধের ন্যায়।

কারণ, এই বাক্যটি বিপদগ্রস্তদের জন্য কার্যকরী প্রতিষেধক এবং বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য অত্যন্ত উপকারী। কেননা, এটি বড় দুটি মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে, যখন বান্দা এগুলো চিনতে পারবে, বিপদে প্রশান্তি অনুভব করবে।

প্রথম মূলনীতি:

বান্দা নিজের, নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির প্রকৃত মালিক মনে করবে আল্লাহ তাআলাকে। সে মনে করবে,

১৯৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৭৮

১৯৬. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৪

১৯৭. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৯৮

আল্লাহ এগুলো তাকে ধার দিয়েছেন। যখন তিনি তার থেকে এগুলো নিয়ে যাবেন, তখন কেমন যেন ধারদাতা গ্রহীতা থেকে নিজের ধার দেওয়া জিনিসই নিয়ে যাবেন। এ ছাড়াও এগুলো তার অস্তিত্বের পূর্বে আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত ছিল এবং তার মৃত্যুর পরেও আল্লাহ তাআলার কাছেই সংরক্ষিত থাকবে। তার কাছে কিছুদিনের জন্যই এগুলো ধার হিসেবে ছিল।

আরেকটি বিষয়, বান্দা নিজে এগুলোকে অস্তিত্ব দান করেনি যে, এগুলোর প্রকৃত মালিক সে হবে। আবার এগুলো অস্তিত্বে আসার পর বিভিন্ন দুর্যোগ থেকেও সে রক্ষা করেনি এবং তার অস্তিত্বের ওপর এগুলোর অস্তিত্বও নির্ভর করে না। সুতরাং এগুলোর ওপর তার কোনো প্রভাব নেই এবং প্রকৃত মালিকানাও নেই।

এ ছাড়াও সে এদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে মূল মালিকের অনুমতির ভিত্তিতে। সে আদেশ-নিষেধ করার অনুমতিপ্রাপ্ত একজন গোলামের মতো কর্তৃত্ব করে; মূল মালিকের মতো কর্তৃত্ব করতে পারে না। এ কারণেই সে শুধু ওইসব কর্তৃত্বই করতে পারবে, যেগুলো তার প্রকৃত মালিকের ইচ্ছার অনুগামী।

দ্বিতীয় মূলনীতি:

বান্দা অবশ্যই তার প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাবে। একদিন অবশ্যই সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। কিয়ামতের দিন একাকী নিজ রবের সামনে দণ্ডায়মান হবে, যেমনটি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করা হয়েছিল। অর্থাৎ পরিবার, ধন-সম্পদ ও আত্মীয়স্বজন ছাড়াই তাকে রবের সামনে দাঁড়াতে হবে। তার সাথে থাকবে কেবল ভালো ও খারাপ আমলসমূহ। এ-ই যখন বান্দার শুরু ও শেষ পরিণতি, তখন কীভাবে সে সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি পার্থিব জিনিসে আনন্দিত হতে পারে? অথবা কীভাবে হারিয়ে যাওয়া বিষয়ের ওপর আফসোস করতে পারে? সুতরাং জীবনের শুরু ও শেষ নিয়ে ফিকির করা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য অনেক বড় ওষুধ।

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য আরেকটি সান্ত্বনাদায়ক ওষুধ হলো, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, তার কাছে যেসব বিপদাপদ এসেছে, সেগুলো তার জন্য ক্ষতিকর নয়। যদি ক্ষতিকর হতো, সেগুলো তার কাছে আসত না। **১৯৮**

১৯৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং **১৯**

কোনো মুমিন বান্দার জন্য রোগ-ব্যাধি কিংবা মৃত্যুতে বিরক্ত হওয়া সমীচীন নয়। যদিও মানুষের স্বভাব এগুলো চায় না, কিন্তু তার জন্য যথাসম্ভব সবরের অনুশীলন করা উচিত। কষ্টের বিনিময়ে প্রতিদান লাভের জন্য এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টির প্রকাশ ঘটানোর জন্য সবরের বিকল্প নেই। তা ছাড়া বিপদ শুধু কিছু সময়ের জন্যই আসে, কিছুদিন পর তা কেটে যায়।

রোগ থেকে আরোগ্য পাওয়া ব্যক্তি যেন অসুস্থতার সময় কাটানো মুহূর্তগুলো নিয়ে চিন্তা করে। সে অনুভব করবে, সুস্থতার সময় সে কষ্টকর মুহূর্তগুলো একেবারেই নেই হয়ে গেল। বিপদ চলে গেল, অথচ তার সাওয়াব বাকি আছে। যেভাবে হারামের স্বাদ চলে যাওয়ার পরেও পাপের বোঝা রয়ে যায় এবং দ্বিতীয় মূলনীতি: বান্দা অবশ্যই তার প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাবে। একদিন অবশ্যই সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। কিয়ামতের দিন একাকী নিজ রবের সামনে দণ্ডায়মান হবে, যেমনটি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করা হয়েছিল। অর্থাৎ পরিবার, ধন-সম্পদ ও আত্মীয়স্বজন ছাড়াই তাকে রবের সামনে দাঁড়াতে হবে। তার সাথে থাকবে কেবল ভালো ও খারাপ আমলসমূহ। এ-ই যখন বান্দার শুরু ও শেষ পরিণতি, তখন কীভাবে সে সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি পার্থিব জিনিসে আনন্দিত হতে পারে? অথবা কীভাবে হারিয়ে যাওয়া বিষয়ের ওপর আফসোস করতে পারে? সুতরাং জীবনের শুরু ও শেষ নিয়ে ফিকির করা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য অনেক বড় ওষুধ।

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য আরেকটি সান্ত্বনাদায়ক ওষুধ হলো, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, তার কাছে যেসব বিপদাপদ এসেছে, সেগুলো তার জন্য ক্ষতিকর নয়। যদি ক্ষতিকর হতো, সেগুলো তার কাছে আসত না।১৯৮

১৯৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৯

কোনো মুমিন বান্দার জন্য রোগ-ব্যাধি কিংবা মৃত্যুতে বিরক্ত হওয়া সমীচীন নয়। যদিও মানুষের স্বভাব এগুলো চায় না, কিন্তু তার জন্য যথাসম্ভব সবরের অনুশীলন করা উচিত। কষ্টের বিনিময়ে প্রতিদান লাভের জন্য এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টির প্রকাশ ঘটানোর জন্য সবরের বিকল্প নেই। তা ছাড়া বিপদ শুধু কিছু সময়ের জন্যই আসে, কিছুদিন পর তা কেটে যায়।

রোগ থেকে আরোগ্য পাওয়া ব্যক্তি যেন অসুস্থতার সময় কাটানো মুহূর্তগুলো নিয়ে চিন্তা করে। সে অনুভব করবে, সুস্থতার সময় সে কষ্টকর মুহূর্তগুলো একেবারেই নেই হয়ে গেল। বিপদ চলে গেল, অথচ তার সাওয়াব বাকি আছে। যেভাবে হারামের স্বাদ চলে যাওয়ার পরেও পাপের বোঝা রয়ে যায় এবং তাকদিরের প্রতি অসন্তুষ্টির সময় পার হওয়ার পরেও তিরস্কার বাকি থাকে।

মৃত্যু কতগুলো যন্ত্রণার সমষ্টি বৈ কিছু নয়, যা প্রাণ বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে বিধায় দেহ থেকে বের হয়ে চলে যায়। অসুস্থ ব্যক্তি যেন প্রাণের প্রস্থানের পর প্রশান্তির চিন্তা কল্পনা করে। তাহলে তার বিপদটা হালকা মনে হবে, যেমন: তিক্ত ওষুধ সেবনের পর সুস্থতার কল্পনা করা হয়। বিপদের কথা উল্লেখ করে অধৈর্য হয়ে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, এটি বাহনের ন্যায়, যার আরোহী হয়তো জান্নাতে যাবে নয়তো জাহান্নামে। তবে বিপদ আসার আগেই মর্যাদাবৃদ্ধির সকল উপকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা দরকার। কারণ ভাগ্যবান সে, যে সুস্থতাকে গনিমত মনে করে। অতঃপর এই সুস্থতার সময়েই ক্রমান্বয়ে ভালো ও উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করে নেয়।

এটিও মনে রাখতে হবে যে, জান্নাতের মর্যাদা বাড়বে দুনিয়ার ফজিলতপূর্ণ কর্মের আধিক্যের মাধ্যমে। জীবন খুবই স্বল্প, কিন্তু ফজিলতপূর্ণ বিষয় অনেক বেশি। সুতরাং হে ক্লান্তির ফলে দীর্ঘ শান্তি এবং দুঃখ ও পেরেশানির বিনিময়ে স্থায়ী আনন্দ-অন্বেষী, পরস্পর প্রতিযোগিতা করে ফজিলতপূর্ণ বিষয়গুলো অর্জন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করো। দুঃখ ভোলার ও কষ্টের মাঝে সুখ খুঁজে নেওয়ার আরেকটি কার্যকরী উপায় হলো, বান্দা জান্নাতের স্থায়ী শান্তি ও আনন্দের কল্পনা করবে। এতে তার কাছে সকল বিপদাপদ সহজ মনে হবে।[১৯৯]

[১৯৯] সাইদুল খাতির, পৃষ্ঠা নং ৩৬৮

বিপদে মানুষ চার ভাগে বিভক্ত:-

মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন এ-কে বিপদ অবতীর্ণ হলে রাগান্বিত হয়-এমন ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মুসিবতের সময় মানুষ চার ভাগে বিভক্ত হয়:
প্রথম ভাগ: রাগান্বিত হওয়া। এটা আবার কয়েক প্রকার:

প্রথম প্রকার:
হৃদয়ের অবস্থা এমন হবে যে, রবের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে এবং আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত বিষয়ে রেগে যাবে। আর তা হারাম। কখনো কখনো তা কুফরি পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
'আর লোকদের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহর উপাসনা করে কিনারায় রয়ে; ফলে যদি তার প্রতি ভালো কিছু ঘটে, সে তাতে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু তার প্রতি যদি বিপর্যয়

ঘটে, সে তার মুখ ফিরিয়ে ঘুরে যায়। সে ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পরকালেও। '(সুরা আল-হাজ: ১১)

দ্বিতীয় প্রকার:

কখনো রাগটা জিহ্বার মাধ্যমে হয়। যেমন: ধ্বংস ও পতন ডাকা এবং এ সম্পর্কিত কোনো বাক্য বলা। এটা হারাম।

তৃতীয় প্রকার:

রাগটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। যেমন: মুখ চাপড়ানো, জামা ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা ইত্যাদি। এগুলো সবই হারাম এবং ফরজ সবরের পরিপন্থী।

দ্বিতীয় ভাগ:

সবর।

যেমনটা কবি বলেন:

والصبر مثل اسمه مر مذاقته . لكن عواقبه أحلى من العسل

'সবর তার নামের মতোই, যার স্বাদ তিক্ত; কিন্তু শেষ পরিণাম মধুর চেয়েও মিষ্ট।'

ফলে দেখা যায় যে, সবর অনেক কঠিন একটি কাজ, কিন্তু তা সহ্য করা যায়। বান্দা বিপদে পড়া অপছন্দ করে, কিন্তু যে বান্দা বিপদে পড়ে সবর করে, সে সবর তাকে ক্রোধ ও অস্থিরতা প্রকাশ থেকে সংবরণ করে। তখন বিপদে পড়া ও না পড়া তার কাছে সমান হয়ে যায়। এই সবর ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তাআলা সবরের ব্যাপারে আদেশ করেছেন-

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'আর তোমরা সবর করো, নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।'(

সুরা আল-আনফাল: ৪৬)

তৃতীয় ভাগ:

মানুষ মুসিবতের ব্যাপারে এমনভাবে সন্তুষ্ট থাকবে যে, বিপদের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি সমান হবে এবং তার কাছে বিপদ কঠিন হবে না, আর না তা সহ্য করা কঠিন হবে। সঠিক কথা অনুযায়ী এই অবস্থানটা মুসতাহাব, ওয়াজিব নয়। এই তৃতীয়ভাগ ও দ্বিতীয়ভাগের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট। কারণ, এই ভাগে মুসিবত থাকা না থাকা সমান, আর আগের ভাগে মুসিবত কঠিন মনে হয়, কিন্তু সবর করে।

চতুর্থ ভাগ:

শোকর। এটি সর্বোচ্চ স্তর। শোকর হলো, বান্দা তার ওপর আপতিত বিপদের কারণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারণ, বিপদ তার গুনাহ মুছে দেয় এবং নেকি বৃদ্ধি করে। রাসুল বলেন:

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

'মুসলিম যেকোনো বিপদে আক্রান্ত হয়, আল্লাহ তার কারণে গুনাহ মিটিয়ে দেন, এমনকি যদি কাঁটা বিদ্ধ হয় তাতেও। '(সহিহুল বুখারি: ৫৬৪০)

মুমিনের জীবনে সবরের আবশ্যকতা:-

যুগে যুগে মহান আল্লাহ যে সকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাদের জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে আল্লাহ তায়ালা দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ হিসেবে (কুরআন তাদের শত্রু, অন্য জায়গায় মনুষ্য শয়তান বা জিন শয়তান) একজন অপরাধী/বিরুদ্ধাচারীকে দাঁড় করিয়েছেন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য।

যেমনিভাবে আদম (আ.) এর প্রতিপক্ষ হিসেবে ইবলিসকে, ইব্রাহিম (আ.) এর প্রতিপক্ষ হিসেবে নমরূদকে, মূসা (আ.) এর প্রতিপক্ষ হিসেবে ফেরআউনকে ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিপক্ষ হিসেবে আবু জাহেলকে।পুরো নাম আবুল ফায়েজ ছাওবান বিন ইব্রাহিম নাওয়াব মিসরী, তিনি ছিলেন সুভাষী, বিজ্ঞ আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি মিশরের একটি অঞ্চলের শায়খ ছিলেন। তিনি মানসুরের শাসন আমলের শেষের দিকে জন্মগ্রহন করেন। ২৪৫ হি. তে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার পুরো নাম আবু উসমান সাঈদ বিন ইসমাঈল বিন সাঈদ হায়রী, জন্ম ২৩০ হি., মৃত্যু ২৯৮হি.।
তার পুরো নাম আবু ইসহাক ইব্রাহিম বিন আহমদ আল খাওয়াছ, মৃত্যু ২৯১ হি.।
তার পুরো নাম আবুল হাসান রুওয়াইম বিন আহমদ বিন ইয়াযিদ সুফী, তিনি বাগদাদীদের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, মৃত্যু ৩০৩ হি

কুরআন এ কথার সত্যায়ন করছে এভাবে-

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

. অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আমি তো এভাবে অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রুতে পরিণত করেছি এবং তোমার জন্য তোমার রবই পথ দেখানোর ও
সাহায্যদানের জন্য যথেষ্ট। (সূরা আল ফুরকান: ৩১)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُون. ۝

অর্থাৎ, আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ কর। (সূরা আনআম: ১১২) নবী-রাসূলদের অনুসারী মুমিন বান্দাদের ও এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে।
তাদের দৃষ্টান্ত ও নবী-রাসূলদের মতোই।

যেমন কুরআন বলছে-

وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين. ۝

অর্থাৎ, আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফলফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। (সূরা বাক্বারা: ১৫৫)

অনেকের ধারণা হচ্ছে ঈমানের পথ হচ্ছে উজ্জ্বল, আলোকিত, সুগন্ধ যুক্ত গুল্মের ন্যায়। অর্থাৎ ঈমান আনয়নের পর তারা মনে করে যে আমাদের ওপর আর কোনো বিপদ বা পরীক্ষা পতিত হবে না। সম্ভবত তাদের এই ধারণাটা তারা তাদের অন্তরের মধ্যে লালন করে। বাস্তবিক পক্ষে তা অনেক কঠিন ও কণ্টকাকীর্ণ। কেননা মক্কার জীবনে যখন রাসূল (সা.) ও তার সাহাবীদের ওপর একের পর এক নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছিল ঠিক তখনই আল্লাহ তায়ালা সূরা আনকাবুতে বলছেন-

الم - أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِين.

অর্থাৎ, আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবুত: ১-৩)

শুধু মক্কার জীবনেই নয় বরং মদিনার জীবনেও যারা এরূপ ধারণা করেছিল কুরআন তাদের সম্পর্কে বলছে-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنْ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب.

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছো, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল

এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর এমন কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ নেমে এসেছিল, যা তাদেরকে প্রকম্পিত করেছিল। এমনকি সমকালীন রাসূল ও তার সাথী ঈমানদার চিৎকার করে বলে উঠেছিল, কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। (সূরা বাক্বারা: ২১৪)

আর উহুদ যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানদের বিপর্যস্ত অবস্থা ছিল এবং ৭০জন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেছিল। অন্যান্য সাহাবাদের অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল তাদের সঙ্গী-সাথীদের মৃত্যুতে। ঠিক সেই সময় মহান আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِين. ◌َ

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে। (সূরা আলে ইমরান: ১৪১)

যেমনিভাবে সূরা তাওবাতে বলা হয়েছে-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون. ◌َ

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (সূরা তাওবা: ১৬)

তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে, যারা আল্লাহর পথে দায়ী ইলাল্লাহর কাজ করবে তাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আর তাদের এই কঠিন পরীক্ষার মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ তাদেরকে সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।

যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين ◌َ

. অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাক্বারা: ১৫৩)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে-

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য পারীক্ষা অবধারিত করে রেখেছেন সেটা হতে পারে ক্ষুধা দিয়ে, ধন-সম্পদ দিয়ে, ভয়-ভীতি দিয়ে, এমনকি তা হতে পারে তার নিজের জীবন দিয়ে।

২. দায়ী ইলাল্লাহদের (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) জন্য তিনটি পর্যায়ে সবর করা আবশ্যক-

ক. দাওয়াতের পূর্বে-

১. নিয়ত পরিশুদ্ধ করা।

২. রিয়া বা আত্মপ্রদর্শন ও খ্যাতি থেকে বিরত থাকা।

৩. বিশ্বস্তভাবে দৃঢ় সংকল্প করা।

খ. দাওয়াতের সময়ে-

১. দাওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বা অবহেলা করা অবস্থায় সবর করা

২. যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও প্রতিত্তরের জন্য সবর করা।

৩. দাওয়াতের পথ থেকে সরে না আসা।

গ. দাওয়াতের পরে-

১. নফস বা অন্তরকে সাহসী কাজ করছি এমন ইচ্ছা পোষণ থেকে বিরত রাখা।

২. অহংকার ও বড়ত্ব প্রদর্শন থেকে সবর করা।

৩. আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবরের সম্পর্ক শরীরের সাথে মাথার মত। যেমনিভাবে যে ব্যক্তি দাওয়াত দিল কিন্তু সবর করলো না, সে মাথা বিহীন শরীরের

সাথে সমতুল্য। যেমন ইবনে কিয়াম (রহ.) বলছেন- "ঈমানের মধ্যে সবরের মর্যাদা হলো মাথার সাথে শরীরের সম্পর্কের সম্প মত। অতএব ঈমান পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে ধৈর্য ধারণ করবে। ঐ শরীরের মতো যার শরীরের সাথে মাথার সম্পর্ক নেই।" তাই প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির উচিত সবর বা ধৈর্য ধারণ করা এবং তার ওপর অটল থাকা।. (কাহতানী, ড. সাঈদ বিন আলী বিন ওহাব, আনওয়া উস্ সবর ওয়া মাজাল্লাতহু, পৃঃ ২০)

কুরআন মাজীদে সবরের বর্ণনা:-

ইমাম আহমদ (রহ.) বলছেন-পবিত্র কুরআনে ৯০টি স্থানে সবরের বর্ণনা করা হয়েছে। আবু তালেব মাক্কী (রহ.) বলছেন- কুরআন মাজীদে ৯০টির অধিক বিষয়বস্তুতে সবরের বর্ণনা পাওয়া যায়।

আল-মু'জামূল মুফহারিস প্রণেতা বলেন- কুরআনে মূলধাতু দিয়ে ১০০ এর অধিক স্থানে বর্ণনা পাওয়া যায়।

কুরআনে সবর প্রসঙ্গে বর্ণিত কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো

১. বিপদের সময় সবর বা ধৈর্য ধারণের নির্দেশ প্রসঙ্গে কুরআন বলছে-

আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না। (সূরা নাহল: ১২৮)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

আর তোমাদের রবের সিদ্ধান্তের জন্য ধৈর্যধারণ কর; কারণ তুমি আমার চোখের সামনেই আছ, তুমি যখন জেগে ওঠ তখন তোমার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ কর। (সূরা তুর: ৪৮)

২. দৃঢ়ভাবে সবর বা ধৈর্য ধারণের নির্দেশ। সবর করা অবস্থায় মনমরা বা দুঃখ ভারাক্রান্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী যদি মুমিন হয়ে থাক। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৯)

অতএব তুমি তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্যধারণ কর। আর তুমি মাছওয়ালার মতো হয়ো না, যখন সে দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিল। (সূরা ক্বলম: ৪৮)

অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাড়াহুড়া করো না। (সূরা আহকাফ: ৩৫)

৩. নেতৃত্ব দানের জন্য সবর বা ধৈর্য অত্যাবশ্যক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত। (সূরা আস্-সাজদাহ: ২৪)

৪. সবরের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে-
আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন। (সূরা বাক্বারা: ৪৫)

৫. আল্লাহ তায়ালা সবর ও তাকওয়াকে শত্রুর ষড়যন্ত্র ও মন্দ কাজের মোকাবেলায় আত্মরক্ষাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন-

হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা আলে ইমরান: ১২৫)

৬. আল্লাহ তায়ালা সবরকে মহাউত্তম/সংকল্পদীপ্ত কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন- আর যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, তা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ। (সূরা শূরা: ৪৩)

৭. সবরকারী মুমিনদের জন্য নিশ্চিত বিজয়ের ওয়াদা করা হয়েছে-
এবং বনী ইসরাঈলের ওপর তোমার রবের উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হলো। কারণ তারা ধৈর্য ধারণ করেছে। (সূরা আ'রাফ: ১৩৭)

৮. সবরকারী মুমিনদের সফলকাম হিসেবে অখ্যায়িত করা হয়েছে-

হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও। (সূরা আলে ইমরান: ২০০)

৯. সবরকারী মুমিনদের জন্য দ্বিগুণ বা অগণিত পুরস্কার রয়েছে-
তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে। এ কারণে যে, তারা ধৈর্যধারণ করে এবং ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে। (সূরা কাসাস: ৫৪)

আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই। (সূরা যুমার: ১০)

১০. সবরকারী মুমিনদের সাথে আল্লাহর সাহচর্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাক্বারা: ১৫৩)

১১. সবরকারী মুমিনদের জন্য তিনটি বিষয়কে নির্ধারিত করা হয়েছে-

(১. আল্লাহর রহমত।

২. আল্লাহর অনুগ্রহ

৩. হিদায়াত বা সঠিক পথ)

আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা (তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন) বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাক্বারা: ১৫৫-১৫৭)

১২. আল্লাহ তায়ালা সবর ও তাকওয়াকে বিজয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন-

হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা আলে ইমরান: ১২৫)

১৩. সবরকারী মুমিন বান্দাদের জন্য জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতা অভ্যর্থনা ও শান্তিবর্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে। (আর বলবে) 'শান্তি তোমাদের ওপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম'। (সূরা রাদ: ২৩-২৪)

১৫. কুরআনে সবরকারী মুমিন বান্দাদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত পেশ করেছে।

যেমনিভাবে বলা হয়েছে-

আর আমি মূসাকে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি যে, 'তুমি তোমার কওমকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আন এবং আল্লাহর দিবসসমূহ তাদের স্মরণ করিয়ে দাও'। নিশ্চয় এতে প্রতিটি ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন।
(সূরা ইব্রাহিম: ৫)

তুমি কি দেখনি যে, নৌযানগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তাঁর কিছু নিদর্শন তোমাদের দেখাতে পারেন। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা লুকমান: ৩১)

আর তারা নিজদের প্রতি যুগ্ম করল। ফলে আমি তাদেরকে কাহিনী বানালাম এবং তাদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা সাবা: ১৯)

তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আরো রয়েছে সমুদ্রে চলাচলকারী পর্বতমালার মতো জাহাজ সমূহ। তিনি যদি চান বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। ফলে জাহাজগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে গতিহীন হয়ে পড়বে। নিশ্চয় এতে পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা শূরা: ৩২-৩৩)

হাদীস শরীফে সবরের বর্ণনা
সবর সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর মুখঃনিসৃত অনেক বাণী রয়েছে। নিম্নে তা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু তুলে ধরা হলো-

১. ধৈর্য মুমিনদের বড় দুটি গুণের মধ্যে একটি ।মুমিন ব্যক্তিদের বড় দুটি গুণ হলো বিপদে ধৈর্যধারণ করা ও আনন্দ ও খুশির সময় আল্লাহর শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যেমন রাসূল (সা.) বলছেন-

আবু ইয়াহইয়া সুহাইব বিন সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, ঈমানদারের বিষয় নিয়ে আমি খুব আশ্চর্যবোধ করি। তার সকল কাজেই আছে কল্যাণ। ঈমানদার ছাড়া অন্য কোনো মানুষের এ সৌভাগ্য নেই। তার যদি আনন্দ বা সুখকর কোনো বিষয় অর্জিত হয়, তাহলে সে আল্লাহর শোকর করবে, ফলে তার কল্যাণ হবে। আর যদি তাকে কোনো বিপদ মুসিবত স্পর্শ করে তাহলে সে ধৈর্যধারণ করবে। এতেও অর্জিত হবে তার কল্যাণ। (সহীহ মুসলিম: ২৯৯৯)

২. ধৈর্য আলোস্বরূপ

ধৈর্য ঈমানদারদের জন্য আলোস্বরূপ। সূর্যের আলো যেমন মানুষকে আলো দেয় ও তাপের মাধ্যমে শক্তি জোগায় ঠিক তেমনি ধৈর্য ও মানুষকে আলোকিত ও শক্তিশালী করে। যেমন রাসূল (সা.) বলছেন-

আবু মালিক হারেস ইবনে আসেম আল আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক। আর আল- হামদুলিল্লাহ আমলের পাল্লা পূর্ণ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ ও আল হামদুলিল্লাহ উভয়ে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তীস্থান পূর্ণ করে দেয়। নামায হলো
জ্যোতি। দান সাদাকা হলো প্রমাণ। সবর-ধৈর্য হচ্ছে আলো। আল কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ হবে। প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে নিজেকে বিক্রি করে দেয়। এরপর সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে। (সহীহ মুসলিম: ২২৩)

৩. প্রিয়বস্তু ত্যাগের মাধ্যমে সবর বা ধৈর্য

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, (যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত করে পরীক্ষা করি এবং সে সবর করে

আমি তাকে এ দুটির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করবো। (রিয়াদুস সালেহীন: ১০/৩৫) বুখারী তে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যদি আমার কোনো বান্দাকে তার প্রিয় দুটি বস্তু সম্পর্কে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমি তাকে সে দুটির বিনিময়ে জান্নাত দান করবো। আনাস (রা.) বলেন, দুটি প্রিয় বস্তু হলো সে ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়। এ রকম বর্ণনা করেছেন আশআস ইবনু জাবির ও আবু বিলাল (রহ.) আনাস (রা.)-এর সূত্রে নবী (সা.) থেকে। (সহীহ বুখারী: ৫৬৫৩)

৪. ধৈর্য একটি উত্তম সম্পদ

ধৈর্য মানুষের এক অসাধারণ গুণ। যে ব্যক্তি নিজেকে ধৈর্যশীল বানাতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল হতে সাহায্য করেন। অভাবে পড়ে মানুষের কাছে না চাওয়া, নিজের অভাবের কথা প্রকাশ না করা ধৈর্যের অন্তর্ভুক্ত। যত চারিত্রিক সম্পদ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কার্যকরী হলো ধৈর্য বা সবর। যাকে এ গুণটি দান করা হয়েছে সে অনেক মূল্যবান সম্পদ অর্জন করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে- আবু সায়ীদ সাদ বিন মালেক বিন সিনান আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, আনসারী সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু লোক রাসূল (সা.)-এর কাছে সাহায্য চাইল। তিনি তাদেরকে দান করলেন। তারা আবার সাহায্য চাইল। তিনি আবার দান করলেন। শেষ পর্যন্ত যা কিছু তার কাছে ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। যখন সবকিছু দান করে দিলেন তখন তিনি তাদের বললেন, আমার কাছে যা কিছু সম্পদ আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না। যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চাওয়া থেকে মুক্ত থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে মুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়ে দেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল

বানিয়ে দেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ব্যাপক বিস্তৃত সম্পদ কাউকে দান করা হয়নি। (সহীহ বুখারী: ১৪৬৯)

৫. আপনজনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ

রাসূল (সা.) বিপদে দুঃখ-কষ্টে ও আপনজনের মৃত্যুতে উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে-

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) যখন রোগে ভারী হয়ে গেলেন রোগ যন্ত্রণা তাকে বেহুঁশ করতে লাগল তখন ফাতেমা (রা.) দুঃখের সাথে বললেন, উহ! আমার আব্বার কী কষ্ট হচ্ছে! রাসূল (সা.) এ কথা শুনে বললেন, আজকের পর তোমার আব্বার কোনো কষ্ট নেই। যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন তখন ফাতেমা (রা.) বললেন, হায় আমার আব্বা! জিবরীলকে মৃত্যুর খবর দিচ্ছি। যখন তার দাফন শেষ হলো তখন ফাতেমা (রা.) লোকদের

বললেন, তোমাদের মন কি চেয়েছে রাসূল (সা.) এর ওপর মাটি রাখতে? (সহীহ বুখারী: ৪১৯৩) কারো আপনজনের মৃত্যুতে তাকে সান্ত্বনা দেয়া সুন্নাত। এমনিভাবে ধৈর্যধারণ করার জন্য উপদেশ দেয়া রাসূল (সা.) এর আদর্শ। এ প্রসঙ্গে অপর এক বর্ণনায় এসেছে- উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.)-এর কন্যা খবর পাঠালেন যে আমার ছেলে মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত, তাই আপনি একটু আমাদের দেখে যান! রাসূল (সা.) খবরদাতাকে বললেন, যেয়ে সালাম বলো, আর বলবে যা তিনি নিয়ে গেছেন তা আল্লাহর জন্যই। তিনি যা দিয়েছেন তাতো তারই ছিলো। তার কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্ধারিত মেয়াদ আছে। যেন সে ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা করে। ইতোমধ্যে আবার কসম দিয়ে তার কাছে লোক পাঠালেন তাকে আসতে বলে। তখন রাসূল (সা.) রওনা হলেন। সাথে সাআদ বিন উবাদা, মুআয বিন জাবাল, উবাই বিন কাআব, যায়েদ বিন সাবেত প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। তারপর বাচ্চাটিকে রাসূল (সা.) এর কাছে দেয়া হলো, তিনি তাকে

নিজ কোলে বসালেন। এ সময় বাচ্চাটি মৃত্যুর হেঁচকি দিচ্ছিল। রাসূল (সা.) এর দু'চোখ দিয়ে পানি বের হতে লাগল।

এ দেখে সাআদ বললেন, হে রাসূল (সা.), এটা কি (আপনি কাঁদছেন)? তিনি বললেন, এটা রহমত! যা আল্লাহ তার বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তার অন্তরে এ রহমত দিয়ে দেন। আর আল্লাহ তার দয়ালু বান্দাদের প্রতি দয়া করেন। (সহীহ মুসলিম: ৯২৩)

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) একজন মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। সে বলল, আপনি আমার নিকট হতে দূরে সরে যান। কারণ আমি যে বিপদে পড়েছি আপনি তাতে পড়েননি। (সে রাসূল (সা.) চিনতে পারেনি, তাই সে চরম শোকে তাকে অসঙ্গত কথা বলে ফেলল)। অতঃপর তাকে বলা হলো যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.) ছিলেন। সুতরাং এ কথা শুনে সে নবী (সা.) এর দরবারে এলো। সেখানে সে দারোয়ানকে পেল না। অতপর সে সরাসরি প্রবেশ করে বললো, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। রাসূল (সা.) বললেন আঘাতের শুরুতে সবর করাটাই হলো প্রকৃত সবর। (সহীহ বুখারী; ১২৮৩) মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, সে মহিলাটি তার মৃত শিশুর জন্য কাঁদছিল। (সহীহ মুসলিম: ৬৩৭)

৬. সবরকারী পিতার জন্য জান্নাতে বাইতুল হামদ নামক গৃহ নির্মাণ

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির বাচ্চা মারা যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন তোমরা আমার বান্দার ছেলের রূহ কবয করেছো? তারা জবাব দেয় জ্বি হ্যাঁ, আল্লাহ বলেন, তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে ছিনিয়ে নিয়েছ?। তারা জবাব দেয় জ্বি হ্যাঁ, আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তো আমার বান্দাহ কী বলছে? তারা জবাব দেয়, সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং পড়েছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের আদেশ করেন, তোমরা আমার

বান্দার জন্য জান্নাতে ঘর বানাও এবং তার নাম বায়তুল হামদ (প্রশংসার ঘর) রাখো। (সহীহ তিরমিযী: ৪৫৬, রিয়াদুস সালেহীন: ১৩৯৫)

সবর বা ধৈর্যধারনে প্রতিবন্ধক কাজসমূহ:

নিম্নরূপ:

সবর বা ধৈর্য পালনের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস মানুষকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তা

১. তাড়াহুড়া করা

তাড়াহুড়া বা ত্বরা প্রবণতা এটা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সে দ্রুত কোনো কিছু পেতে চায়। এবং সময়ের পূর্বেই সে আশা করে। এ দিকে ইঙ্গিত করে

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون. ِ

অর্থাৎ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। অচিরেই আমি তোমাদেরকে দেখাব আমার নিদর্শনাবলী। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না। (সূরা আম্বিয়া: ৩৭)

এখানে শব্দটি ব্যবহারিত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে তুরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোনো কাজ সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। অস্থিরতা ও তাড়াহুড়া

মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তাদের পক্ষে সহিষ্ণু ও শান্ত হওয়াটা কঠিন। যেমনি ভাবে কুরআনে এসেছে-

وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا.

অর্থাৎ, আর মানুষ অকল্যাণের দু'আ করে, যেমন তার দু'আ হয় কল্যাণের জন্য। আর মানুষ তো তাড়াহুড়াপ্রবণ। (সূরা বনি ইসরাঈল: ১১)
এজন্য আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাড়াহুড়া না করে ধৈর্যধারণ করার জন্য।
যেমন বলা হচ্ছে-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُون. َ

অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, মনে হবে তারা পৃথিবীতে এক দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছে। সুতরাং এটা এক ঘোষণা, তাই পাপাচারী কওমকেই ধ্বংস করা হবে। (সূরা আহকাফ: ৩৫)

আর তাড়াহুড়া করাটা মুমিনদের গুণাবলি নয়। কেননা তাড়াহুড়াটা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। যেমনিভাবে তাড়াহুড়া সম্পর্কে ইমাম ইবনে কিয়াম বলেন-

তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আর সে এর মাধ্যমে বান্দাদের মধ্যে চঞ্চলতা, উদ্দেশ্যহীনতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

২. রাগান্বিত হওয়া

সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাগান্বিত হওয়া বা রুক্ষ স্বভাবের হওয়া। প্রতিশোধপরায়ণ স্বভাবের হয়ে থাকা। বিশেষ করে যারা আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয় তাদেরকে অবশ্যই এগুলোকে পরিহার করতে হবে। তারা হবে শান্ত ও নম্র স্বভাবের। যেমনিভাবে কুরআন বলছে-

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ.

অর্থাৎ, আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়। (সূরা শুয়ারা: ৩৭)

৩. হতাশ বা নিরাশ হওয়া

হতাশ বা নিরাশ হওয়া সবরের প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা হতাশার দ্বারা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিভে যায়। বান্দা আল্লাহর গোলামী থেকে দূরে সরে যায় এবং অলসতা তাকে ঘিরে ধরে। যার ফলে সে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরে যায়। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে হতাশ ও দুঃখিত না হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যেমন বলা হচ্ছে-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

অর্থাৎ, আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী হবে যদি মুমিন হয়ে থাক। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৯)

অন্য আয়াতে ইয়াকুব (আ.) তার সন্তানদের বলেছেন-

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ
لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

.অর্থাৎ, 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজখবর নাও। আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না'। (সূরা ইউসুফ: ৮৭) তাই ধৈর্যশীলদের উচিত হচ্ছে হতাশ না হওয়া। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে পথ চলা ও বিপদে ধৈর্যধারণ করা।

৪. সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা

সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা ধৈর্যধারণে বাধা প্রদান করে থাকে। যেমনিভাবে আল্লাহ

তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে বলেছেন-

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُون. ۝

অর্থাৎ, আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না। (সূরা নাহল: ১২৭)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে-

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل. ۝

অর্থাৎ, তাহলে সম্ভবত তুমি তোমার ওপর অবতীর্ণ ওহীর কিছু বিষয় ছেড়ে দেবে এবং তোমার বুক সঙ্কুচিত হবে এ কারণে যে, তারা বলে, 'কেন তার ওপর ধন-ভান্ডার অবতীর্ণ হয়নি কিংবা তার সাথে ফেরেশতা আসেনি'? তুমি তো শুধু সতর্ককারী আর আল্লাহ সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা হুদ: ১২)

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِين. ◌َ

অর্থাৎ, তারা মুমিন হবে না বলে হয়তো তুমি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা শূরা: ৩)

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُون. ◌َ

অর্থাৎ, অতএব তাদের জন্য আফসোস করে নিজে ধ্বংস হয়ো না। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন। (সূরা ফাতির: ৮)

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.

অর্থাৎ, হয়তো তুমি তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে দুঃখে নিজেকে শেষ করে দেবে,

যদি তারা এই কথার প্রতি ঈমান না আনে। (সূরা কাহাফ: ৬)

সবর বা ধৈর্যধারণে সহায়ক কাজসমূহ:-

১. আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততা ও করুণার ব্যাপকতার স্মরণ
মুসিবত দৃশ্যত অসহ্য-কষ্টদায়ক হলেও পশ্চাতে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তাই বান্দার কর্তব্য আল্লাহর সুপ্রশস্ত রহমতের ওপর আস্থাবান থাকা।
এরশাদ হচ্ছে:

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ◌◌

لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُون. َ

অর্থাৎ, "এবং হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান
না।" (সূরা বাক্বারা: ২১৬)
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"মুমিনের বিষয়টি চমৎকার, আল্লাহ তায়ালা যা ফয়সালা করেন, তা-ই তার জন্য কল্যাণকর।" (মুসনাদে আহমদ: ২০২৮৩)

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে যে সমস্ত নেয়ামত ও অনুদান দ্বারা আবৃত করেছেন, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা, যাতে এ অনুভূতির উদয় হয় যে, বর্তমান মুসিবত বিদ্যমান নেয়ামতের তুলনায় বিন্দুমাত্র। আল্লাহ তায়ালা চাইলে মুসিবত আরো বীভৎস-কঠোর হতে পারত। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা আরো যেসমস্ত বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যেসকল দুর্ঘটনা থেকে নাজাত দিয়েছেন, তা অনেক বড়, অনেক বেশী।

খিজির ও মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনায় উল্লেখিত বালকটিকে, খিজির হত্যা করেন, প্রথমে মূসা আলাইহিস সালাম আপত্তি জানান, খিজিরের অবহিত করণের দ্বারা জানতে পারেন, তার হত্যায় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।
এরশাদ হচ্ছে:

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.

অর্থাৎ, "আর বালকটির বিষয় হলো, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। অতঃপর আমি আশংকা করলাম তাঁর আশংকা নিছক ধারণা ভিত্তিক ছিল না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নিশ্চিত জানতে পেরেছিলেন যে, সে সীমালংঘন কুফরী দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তাই আমি চাইলাম, তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন সন্তান দান করবেন, যে হবে তার চেয়ে পবিত্রতায় উত্তম এবং দয়ামায়ায় অধিক ঘনিষ্ঠ।" (সূরা কাহাফ: ৮০-৮১) এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"খিজির আলাইহিস সালাম যে ছেলেটিকে হত্যা করেছেন, তার জন্মই ছিল কাফির অবস্থায়, যদি সে বেঁচে থাকত সীমালঙ্ঘন ও অকৃতজ্ঞতা দ্বারা নিজ পিতা-মাতাকে হত্যা করত।" (সহীহ মুসলিম: ৪৮১১)

কাতাদাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন তার জন্ম লাভে পিতা-মাতা উভয়ে যেমন আনন্দিত হয়েছে, তার মৃত্যুতে উভয়ে তেমন ব্যথিত হয়েছে। অথচ সে বেঁচে থাকলে, উভয়ের ধ্বংসের কারণ হত। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকা।

২. বিপদ-আপদে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন:

সবরের সহায়ক কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। মূলত মুমিন ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যই হলো যখন বিপদে আক্রান্ত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون. ً

অর্থাৎ, আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তারদিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাক্বারা: ১৫৫-১৫৭)

৩. রাসূল (সা.) ও তার পূর্ববর্তী পূণ্যবান ব্যক্তিদের জীবন চরিত পর্যালোচনা করা : রাসূল (সা.) হচ্ছেন আল্লাহভীরু মুসলিম জাতির জন্য আদর্শ। বস্তুত রাসূল (সা.) কে উত্তম আদর্শ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে তিনি যেন মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করাতে পারেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। (সূরা আহযাব: ২১)
রাসূল (সা.)-এর সীরাত চিন্তাশীল, গবেষকদের উপজীব্য ও সান্ত্বনার বস্তু। তার পূর্ণ জীবনটাই ধৈর্য ও ত্যাগের দীপ্ত উপমা। লক্ষ্য করুন, স্বল্প সময়ের মধ্যে চাচা আবু তালিব, রাসূল (সা.) থেকে কাফিরদের অত্যাচার প্রতিহত করতেন; একমাত্র বিশ্বস্ত সহধর্মিণী খাদিজা; কয়েকজন ঔরসজাত মেয়ে এবং ছেলে ইব্রাহিম ইন্তেকাল করেন। চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত, হৃদয় ভারাক্রান্ত, স্নায়ুতন্ত্র ও অস্থিমজ্জা নিশ্চল নির্বাক। এরপরও প্রভুর ভক্তিমাখা উক্তি:

"চোখ অশ্রুসিক্ত, অন্তর ব্যথিত, তবুও তা-ই মুখে উচ্চারণ করব, যাতে প্রভু সন্তুষ্ট, হে ইব্রাহিম! তোমার বিরহে আমরা গভীর মর্মাহত।" (সহীহ বুখারী: ১৩০৩) আরো অনেক আত্মোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম মারা যান, যাদের তিনি ভালোবাসতেন, যারা তার

জন্য উৎসর্গ ছিলেন। এত সব দুঃখ-বেদনা তার শক্তিতে প্রভাব ফেলতে পারেনি। ধৈর্য-অভিপ্রায়গুলো ম্লান করতে পারেনি।

তদ্রূপ যে আদর্শবান পূর্বসূরীগণের জীবনচরিত পর্যালোচনা করবে, তাদের কর্মকুশলতায় অবগাহন করবে, সে সহসাই অবলোকন করবে, তারা বিবিধ কল্যাণ ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী একমাত্র ধৈর্যের সিঁড়ি বেয়েই হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ " وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد. ُ

অর্থাৎ, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করে, আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।" (সূরা মুমতাহিনা: ৬)

উরওয়া ইবনে জুবায়েরের ঘটনা, আল্লাহ তায়ালা তাকে এক জায়গাতে, এক সাথে দুটি মুসিবত দিয়েছেন। পা কাটা এবং সন্তানের মৃত্যু। তা সত্ত্বেও তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমার সাতটি ছেলে ছিল, একটি নিয়েছেন, ছয়টি অবশিষ্ট রেখেছেন। চারটি অঙ্গ ছিল একটি নিয়েছেন, তিনটি নিরাপদ রেখেছেন। মুসিবত দিয়েছেন, নেয়ামতও প্রদান করেছেন। দিয়েছেন আপনি, নিয়েছেনও আপনি। "(আয্যাহবি, আবু আব্দুল্লাহ সামসুদ্দিন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩০)

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এর একজন ছেলের ইন্তেকাল হয়। তিনি তার দাফন সেরে কবরের পাশে সোজা দাঁড়িয়ে, লোকজন চারপাশ দিয়ে তাকে ঘিরে আছে, তিনি বলেন,

"হে বৎস! তোমার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। অবশ্যই তুমি তোমার পিতার অনুগত ছিলে। আল্লাহর শপথ! যখন থেকে আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্টই ছিলাম। তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাকে এখানে অর্থাৎ আল্লাহর নির্ধারিত স্থান কবরে দাফন করে আগেরচেয়ে' বেশি আনন্দিত। আল্লাহর কাছে তোমার বিনিময়ে আমি অধিক প্রতিদানের আশাবাদী।

৪. আপত্তি অভিযোগ ও অস্থিরতা ত্যাগ করা:

যে কোনো বিপদাপদের সময় অসহিষ্ণুতা ও আপত্তি-অভিযোগ পরিহার করা। এটাই সান্ত্বনার শ্রেয়পথ। শান্তির উপায়-উপলক্ষ। যে এর থেকে বিরত থাকবে না, তার কষ্ট ও অশান্তি দ্বিগুণ হবে। বরং সে নিজেই স্বীয় শান্তি বিনাশকারী- নিঃশেষকারী। কোন অর্থেই তার জন্য ধৈর্য প্রযোজ্য হবে না, মুসিবত থেকে নাজাতও পাবে না। কারণ ধৈর্য যদি হয় বিপদাপদ মূলোৎপাটনকারী, অধৈর্যতা তার পৃষ্ঠপোষকতা-দানকারী। যার বিশ্বাস আছে, নির্ধারিত বস্তু নিশ্চিত হস্তগত হবে, নির্দিষ্ট বস্তু নিশ্চিত অর্জিত হবে, তার ধৈর্য পরিহার করা নিরেট বিড়ম্বনার আরেকটি মুসিবত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا
تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالٍ فَخُور .

অর্থাৎ, "যমীনে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোনো মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। যাতে তোমরা আফসোস না কর তার ওপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোনো উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা হাদীদ: ২২-২৩)

মনে রাখা প্রয়োজন! অস্থিরতা হারানো বস্তু ফিরিয়ে আনতে পারে না, বরং তা হিতকামনাকারীকে দুঃখিত ও অশুভ কামনাকারীকে আনন্দিত করে। সাবধান! মুসিবতের দুঃখের সাথে হতাশার নৈরাশ্য সংযোজন করো না। কারণ উভয়ের সঙ্গে ধৈর্যের সহাবস্থান হয় না। এমন বিপরীতধর্মী জিনিস অন্তরও গ্রহণ করে না। এ জন্য বলা হয়, "ধৈর্যের মুসিবত, সবচেয়ে বড় মুসিবত।" কথিত আছে, জনৈক দম্পতির খুব আদরের এক সন্তান মারা যায়, স্বামী স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আল্লাহকে ভয় কর, ছওয়াবের আশা রাখ, ধৈর্যধারণ কর। সে উত্তরে বলে, আমি যদি ধৈর্যকে হতাশার মাধ্যমে নষ্ট করে দেই। তাহলে এটাই হবে সবচেয়ে বড় মুসিবত।
সম্ভব ও সাধ্যের নাগালের জিনিস গ্রহণ করেই ধৈর্যধারণকারীদের মর্যাদা লাভ করা যায়। যেমন হাতাশা না করা, কাপড় না ছিড়া, গাল না চাপড়ানো, অভিযোগ না করা, মুসিবত প্রকাশ না করা, খাওয়া-দাওয়া ও পরিধানের অভ্যাস স্বাভাবিক রাখা, আল্লাহ তায়ালার ফায়সালাতে সন্তুষ্ট থাকা। এ বিশ্বাস করে, যা ফেরত নেয়া হয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত ছিল। এবং সে পদ্ধতি গ্রহণ করা, যা হজরত উম্মে সুলাইম (রা.) গ্রহণ করেছিলেন।

বর্ণিত আছে, তাদের একটি ছেলে মারা গেলে, আপন স্বামী আবু তালহাকে তিনি এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, কোন সম্প্রদায় যদি কোন দম্পতির নিকট একটি আমানত রাখে, অতঃপর তারা তাদের আমানত ফের নিয়ে নেয়, তাহলে আপনি সেটা কোন দৃষ্টিতে দেখবেন? তাদের নিষেধ করার কোন অধিকার আছে কি? উত্তর দিলেন, না। বললেন, আপনার ছেলেকে সে আমানত গণ্য করুন। তাকে হারানো পূণ্য জ্ঞান করুন।

এ ঘটনা অবহিত হয়ে রসূল (সা.) বলেন:
"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গতরাতে বরকত দান করুন।" (সহীহ মুসলিম: ৪৪৯৬)
সর্বশেষ বলি, ধৈর্য ধৈর্যধারণকারীকে প্রশান্তি এনে দেয়, মুসিবতের পরিবর্তে পূণ্য এনে

দেয়। অতএব স্বেচ্ছায় ধৈর্যধারণ করাই ভালো। অন্যথায় অযথা পেরেশান হয়ে, ধৈর্যধারণ করতে বাধ্য হবে। তাই বলা হয় "যে জ্ঞানীর মত ধৈর্যধারণ না করে, সে চতুষ্পদ জন্তুর মত যন্ত্রণা সহ্য করে।"
হজরত আলী (রা.) বলেন:

"যদি তুমি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে তোমার ওপর তকদির বর্তাবে, তবে তুমি নেকি লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি ধৈর্যহারা হও, তাহলেও তোমার ওপর তকদির বর্তাবে, তবে তুমি গুণাহগার হবে।" ২০
হজরত ওমর (রা.) বলেন:
"আমরা উত্তম জীবনের বাহন হিসেবে ধৈর্যকেই পেয়েছি।”

৫. তাকদীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা:
তাকদীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য। যে ব্যক্তি তাকদীরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে দুনিয়ার জীবনের দুঃখ-কষ্ট, বালা- মুসিবত তার কাছে নগন্য বলে মনে হবে। তাকদীরে বিশ্বাসী মুমিনগণ পার্থিব মুসিবতে সবচে কম প্রতিক্রিয়াশীল, কম অস্থির ও কম হতাশাগ্রস্ত হন। মূলত তাকদীরের প্রতি ঈমানই হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তার ঠিকানা। তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের হৃদয় নৈরাশ্য ও হতাশা মুক্ত রাখেন।
যেমনিভাবে রাসূল (সা.) বলেছেন-

"জেনে রেখ, সমস্ত মানুষ জড়ো হয়ে যদি তোমার উপকার করতে চায়, কোনোও উপকার করতে পারবে না, তবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আবার তারা সকলে মিলে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায়, কোনোও ক্ষতি করতে পারবে না, তবে যততুটু আল্লাহ তোমার কপালে লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, কিতাব শুকিয়ে গেছে।" (সহীহ তিরমিযী: ২৪৪০)

মানুষের হায়াত, রিযিক তার মায়ের উদর থেকেই নির্দিষ্ট। আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ তায়ালা গর্ভাশয়ে একজন ফেরেস্তা নিযুক্ত করে রেখেছেন, পর্যায়ক্রমে সে বলতে থাকে, হে প্রভু জমাট রক্ত, হে প্রভু মাংস পিন্ড। যখন আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, ফেরেস্তা তখন বলে, হে প্রভু পুংলিঙ্গ না স্ত্রী লিঙ্গ? ভাগ্যবান না হতভাগা? রিযিক কতটুকু? হায়াত কতটুকু? উত্তর অনুযায়ী পূর্ণ বিবরণ মায়ের পেটেই লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়।" (সহীহ বুখারী: ৬১০৬, সহীহ মুসলিম: ৪৭৮৫)
একদা রাসূল (সা.)-এর সহধর্মিনী উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহা মুনাজাতে বলেন, "হে আল্লাহ! আমার স্বামী রাসূল (সা.), আমার পিতা আবু সুফিয়ান এবং আমার ভাই মুয়াবিয়ার দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন।" রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "তুমি নির্ধারিত হায়াত, নির্দিষ্ট কিছু দিন ও বণ্টনকৃত রিযিকের প্রার্থনা করেছ। যাতে আল্লাহ তায়ালা আগ-পাছ কিংবা কম-বেশী করবেন না। এরচেয়ে বরং তুমি যদি জাহান্নামের আগুণ ও কবরের আযাব থেকে নাজাত প্রার্থনা করতে, তাহলে তোমার জন্য তা কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হত।" (সহীহ মুসলিম: ৪৮১৪)
ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,
"হাদীসের বক্তব্য সুস্পষ্ট, মানুষের হায়াত, রিযিক আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, তার অবিনশ্বর জ্ঞান অনুযায়ী লিপিবদ্ধ এবং হ্রাস-বৃদ্ধিহীন ও অপরিবর্তনীয়।"

ইবনে দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উবাই ইবনে কাব রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট আসেন এবং বলেন, আমার অন্তরে তাকদির সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমাকে কিছু বর্ণনা করে শোনান। হতে পারে আল্লাহ আমার অন্তর থেকে তা দূর করে দিবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ আসমান এবং জমিনবাসীদের শাস্তি দিলে, জালেম হিসেবে গণ্য হবেন না। আর তিনি তাদের সকলের ওপর রহম করলে, তার রহম-ই তাদের আমলের

তুলনায় বেশী হবে। তাকদিরের প্রতি ঈমান ব্যতীত ওহুদ পরিমান স্বর্ণ দান করলেও কবুল হবে না। স্মরণ রেখ, যা তোমার হস্তগত হওয়ার তা কোনোভাবেই হস্তচ্যুত হওয়ার সাধ্য রাখে না। এতদভিন্ন অন্য আকিদা নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নাম অবধারিত। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর কাছে আসি। তিনিও তদ্রূপ শোনালেন। হুযাইফাতুল য়ামান এর কাছে আসি, তিনিও তদ্রূপ বললেন। যায়েদ বিন ছাবেত এর কাছে আসি, তিনিও রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করে শোনালেন।" (আবু দাউদ: ৪০৭৭, আহমাদ: ২০৬০৭)

৬. যে কোন পরিস্থিতি মেনে নেয়ার মানসিকতা লালন করা:

প্রত্যেকের প্রয়োজন মুসিবত আসার পূর্বেই নিজকে মুসিবত সহনীয় করে তোলা, অনুশীলন করা ও নিজেকে শুধরে নেয়া। কারণ ধৈর্য কষ্টসাধ্য জিনিস, যার জন্য পরিশ্রম অপরিহার্য।

এ কথা সত্য যে, দুনিয়া অনিত্য, ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী। এতে কোনো প্রাণীর স্থায়িত্ব বলে কিছু নেই। আছে শুধু ক্ষয়িষ্ণু এক মেয়াদ, সীমিত সামর্থ। এ ছাড়া আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) পার্থিব জীবনের উদাহরণে বলেন:

"পার্থিব জীবন ঐ পথিকের ন্যায়, যে গ্রীষ্মে রৌদ্রজ্জ্বল তাপদগ্ধ দিনে যাত্রা আরম্ভ করল, অতঃপর দিনের ক্লান্তময় কিছু সময় একটি গাছের নীচে বিশ্রাম নিল, ক্ষণিক পরেই তা ত্যাগ করে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করল।" (মুসনাদে আহমাদ: ২৭৪৪)

সবরের পুরস্কার:-

শত কষ্টের মাঝেও যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, হোক সেটা আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে, অথবা সেটা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বাঁচার জন্য কিংবা বিপদাপদ অবস্থায়। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য উত্তম পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

জান্নাতে প্রবেশ ও রেশমী কাপড় পরিধানের সুসংবাদ মুমিন ব্যক্তিদের পার্থিব জীবন হচ্ছে ধৈর্য বা সবরের জীবন। কারণ ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারা চলার পথে নিজের অবৈধ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সময়, অর্থ-সম্পদ, শ্রম, শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী করা, আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এরূপ সমস্ত লোভ-লালসা ও আকর্ষণকে পদাঘাত করা, সত্য ও সঠিক পথে চলতে যেসব বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট আসে তা সহ্য করা, ন্যায় ও সত্যপ্রীতির কারণে যে ক্ষতি মর্মবেদনা ও দুঃখ-কষ্ট এসে আঁকড়ে ধরে তা বরদাশত করা এসবই আল্লাহর এ ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে করা যে এ সদাচরণের সুফল এ পৃথিবীতে নয় বরং মৃত্যুর পর আরেকটি জীবনে পাওয়া যাবে। সে সকল মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত ও জান্নাতি রেশমী কাপড় পরিধানের সুসংবাদ। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে-

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا • (سورة الدهر(١٢ :

অর্থাৎ, আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন। (সূরা দাহর: ১২)

অন্য আয়াতে তাদের জন্য রোদ্রের উত্তাপ ও তীব্র ঠাণ্ডা বিহীন উঁচু আসনে বসার সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলছেন-

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا.

অর্থাৎ, তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে। তারা সেখানে না দেখবে অতিশয় গরম, আর না অত্যধিক শীত। (সূরা দাহর: ১৩)

জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতাদের শান্তি বর্ষণ

এ সকল মুমিন বান্দাদেরকে জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতাগন সালাম দেবে এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সুখবর দিবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

.অর্থাৎ, (আর বলবে) 'শান্তি তোমাদের ওপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম'। (সূরা রাদ: ২৪)

ক্ষমা ও প্রতিদান:-

সবরকারী ব্যক্তি তো সেই যে কালের পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিজের মানসিক ভারসাম্য অটুট রাখে। সময়ের প্রত্যেকটি পরিবর্তনের প্রভাব গ্রহণ করে সে নিজের রং বদলাতে থাকে না। বরং সব অবস্থায় যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে চলে। যদি কখনো অবস্থা অনুকূল এসে যায় এবং সে ধনাঢ্যতা, কর্তৃত্ব ও খ্যাতির উচ্চাসনে চড়তে থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকারের নেশায় মত্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয় না। আর যদি কখনো বিপদ-আপদ ও সমস্যা-সংকটে করাল আঘাত ক্ষত-বিক্ষত

করতে থাকে, তাহলে এহেন অবস্থায়ও সে নিজের মানবিক চরিত্র বিনষ্ট করে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখৈশ্বর্য বা বিপদ-মুসীবত যে কোনো আকারেই তাকে পরীক্ষায় ফেলা হোক না কেন উভয় অবস্থায় তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অপরিবর্তিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তার হৃদয়পাত্র কখনো কোনো ছোট বা বড় জিনিসের আধিক্যে উপচে পড়ে না। আল্লাহ তায়ালা এমন ধরনের লোকদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং তাদের সৎকাজের পুরস্কার প্রদান করেন। যেমনিভাবে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِير. ۝

অর্থাৎ, তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা

ও মহাপ্রতিদান। (সূরা হুদ: ১১)

অগণিত পুরষ্কার:

যারা মহান আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার অবলম্বন করেছে। দুনিয়ায় আগত বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণ করেছে ও তাকদীরের ভাল- মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সে সকল বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অগণিত পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب. ۝

অর্থাৎ, বল, 'হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর

যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসেব ছাড়াই।' (সূরা যুমার: ১০)

ঈসা (আ.) এর অনুসারী যারা জাতীয়, বংশীয়, দলীয় ও স্বদেশের স্বার্থপ্রীতি থেকে মুক্ত ছিল এবং দ্বীনের ওপর অবিচল ছিল এবং নতুন নবীর আগমনে যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাতে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে আসলে তারা ঈসা পূজারী নয় বরং তারা আল্লাহর পূজারী ছিল। তাদের এ কঠিন পরিস্থিতিতে তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ধৈর্যের পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। যেমন কুরআনে এসেছে-

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. ۝

অর্থাৎ, তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে। এ কারণে যে, তারা ধৈর্যধারণ করে এবং ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে। আর আমি তাদেরকে যে রিষ্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা কাসাস ৫৪)

বিপদাপদে আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান:-

যে সকল ঈমানদার ব্যক্তিগণ কঠিন বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করে এবং নামাজ ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তায়ালা সে সকল মুমিন ব্যক্তিদেরকে বিপদ-মুসীবত সর্বাবস্থায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান
করেছেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۝

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাক্বারা: ১৫৩)

শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিলাভ:-

কঠিন বিপদের মুহূর্তে ও শত্রুর হাজার ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও কেউ যদি দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর নিকট সাহায্য চায়। আল্লাহ তায়ালা তাকে শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিদান করেন এবং বিজয়ের পথ সুগম করে দেন।
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

অর্থাৎ, যদি তোমাদেরকে কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তাদের কষ্ট হয়। আর যদি তোমাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন তারা তাতে খুশি হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছু ক্ষতি করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে, তা পরিবেষ্টনকারী। (সূরা আলে ইমরান: ১২০)

আল্লাহর রহমত ও হিদায়ত প্রদান:-

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের জীবনে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় যেমন- ভীতি, ক্ষুধা, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি, উপার্জন ও আমদানি হ্রাস ইত্যাদি পরীক্ষার সময় যে ব্যক্তি ধৈর্যের পথ অবলম্বন করে। সে সকল ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও হিদায়াত দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যেমনিভাবে কুরআনে বলা হয়েছে-

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون. ۝

অর্থাৎ, আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাক্বারা: ১৫৫-১৫৭)

আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রশংসা জ্ঞাপন:-

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِين. ۝

অর্থাৎ, আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি।
আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৪৬)

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন অবস্থায় লড়াই করে। সকল প্রকার ত্যাগ-কুরবানি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে। সে সকল ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করেন। যেমনিভাবে বদর যুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন।
যেমন কুরআনে বলা হচ্ছে-

بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِين. ۝

অর্থাৎ, হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা আলে ইমরান: ১২৫)

আর যে জাতিকে দুর্বল মনে করা হতো আমি তাদেরকে যমীনের পূর্ব ও তার পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানালাম, যেখানে আমি বরকত দিয়েছি এবং বনী ইসরাঈলের ওপর তোমার রবের উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হলো। কারণ তারা ধৈর্যধারণ করেছে। আর ধ্বংস করে দিলাম, যা কিছু তৈরি করেছিল ফিরআউন
ও তার সম্প্রদায় এবং তারা যা নির্মাণ করেছিল। (সূরা আরাফ: ১৩৭)

জান্নাতে বাইতুল হামদ নামক গৃহ নির্মাণ:-

প্রিয়জন বিয়োগে যারা ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার প্রশংসা করে। সে সকল ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে বাইতুল হামদ বা প্রশংসার গৃহ নির্মাণ করবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন-

"হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির বাচ্চা মারা যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন তোমরা আমার বান্দার ছেলের রূহ কবয করেছো? তারা জবাব দেয় জ্বি হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন- তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে ছিনিয়ে নিয়েছ? তারা জবাব দেয় জি হ্যাঁ। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন তো আমার বান্দাহ কি বলছে? তারা জবাব দেয় সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং পড়েছে। এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ করেন, তোমরা আমার বান্দাদের জন্য জান্নাতে ঘর বানাও এবং তার নাম বায়তুল হামদ (প্রশংসার ঘর) রাখো।" (রিয়াদুস সালেহীন: ১৩৯৫)

পরিশেষে, মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা , হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সেই সকল ধৈর্যশীলদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কর, যারা বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্টে সবর করে। যারা সুখের সময় ও সুস্থতায় সবর করে। হে রব! আমাদের ধৈর্যকে তাদের মতো করে দাও, যারা একমাত্র তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য সবর করে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী। আমীন।

উপসংহার:-

রাসুল আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা দিয়েছেন যখন আমরা কষ্টে নিপতিত হই।
আবি সালাবা খুশানী বলেন, রাসুল বলেন-
"তোমাদের সামনে সবরের দিন আসবে। সেই দিনগুলোতে ধৈর্যধারণ করা হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের উপর পা রাখার মতো। সে সব ফিতনায় ধৈর্যধারণকারীর আমল তোমাদের পঞ্চাশজন ব্যক্তির আমলের সমান হবে। "
(যে ব্যক্তি ঐসব ফিতনায় ধৈর্যধারণ করবে, সে ফিতনাহীন ব্যক্তির দশগুণ সওয়াব পাবে)।
(সুনানু আবু দাউদ: ৪৩৪১)

রাসুল উপরোক্ত হাদিসে বলেছেন, তোমাদের মাঝে এমন দিন আসবে সেদিন কেবল ধৈর্যধারণকারীরা আল্লাহ-র কাছে প্রিয় হবে। আর যে ঐ দিনগুলিতে ধৈর্যধারণ করবে, তার নাম হবে "ধৈর্যধারণকারী"। সুতরাং তোমার জীবন নদীতে কষ্ট আসলে তুমি ধৈর্যধারণ করবে।
কবি আবৃত্তি করেছেন-

বুকে যত দুঃখ-কষ্ট আসুক করিও সবর, পাবে তুমি এর প্রতিদান হবে জান্নাতে ফসল।[১০৮]

যুগে-যুগে যত মনিষী ধৈর্য সাধনা করে

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে জাতি-সভ্যতার উপরে। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা এ বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দিতেন। আগত সকল প্রজন্মকে তারা বিপদের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করতেন। হুযাইফা বলেন, তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, কেননা অচিরেই তোমাদের বিভিন্ন মুসিবতে পড়তে হবে। [১০৯]

কবি আরো আবৃত্তি করেন-
প্রার্থনা করছি তোমার কাছে সবরে ফেলো না মোদের, তোমার সন্তুষ্টি করছি কামনা সেটাই চাওয়া মোদের। ধৈর্যধারণের মাধ্যমে হেদায়েতের পতাকার নিচে দিয়ো মোদের ঠাঁই, কতেক মানুষ মজবুত রয়েছে কেবল ধৈর্যধারণের ফলে।[১১০]

পূর্বেকার বুযুর্গরা মৃত্যুর সময় তাদের সন্তানাদিকে ধৈর্যধারণের অসিয়ত করে যেতেন। লোকমান হাকিম তার সন্তানকে দ্বীনের পথে হাজারো বাঁধা আসলে তাতে ধৈর্যধারণের অসিয়ত করে গেছেন।
পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.ِ

[১০৮] নাশরুতি আত তারিফ:৮৭।

[১০৯] শুআবুল ইমান: ৯৭২০। আস সুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান। ১৭।

[১১০] তাবয়িনুল কার্যবিল মুফতারি: ২৯১।

"হে প্রিয় বৎস। সালাত কায়েম করো, সৎ কাজে আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। "(সুরা লোকমান: ১৭)

আজকাল আমাদের অবস্থা খুবই কঠিন। শত্রুরা চারদিক থেকে ওঁৎ পেতে আছে। ঈমান ও তাকওয়া দুর্বল হয়ে পড়ছে। এখন শোনা যায় মাজলুমের কান্না। প্রকৃতিকে ভারী করে নির্যাতিত মায়ের করুণ আর্তনাদ। চারদিকে পাপ আর পাপ। মুনাফিকিতে ভরে গেছে পুরো পৃথিবি। এখন আমাদের ধৈর্যধারণ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে আল্লাহ-র আনুগত্যের ওপর। ধৈর্যধারণ করতে হবে সব পতিত কষ্টের ওপর।

ধৈর্যের পথ অনেক বড়। আদম এ শত বছর কেঁদেছিলেন ধৈর্যধারণ করে। নূহ সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াতের কাজে ধৈর্যধারণ করেছে। ইবরাহিম-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। ইসমাইল-কে জবেহ করার জন্য মাটিতে শোয়ানো হয়েছে। যাকারিয়া -কে করাত দিয়ে টুকরো করা হয়েছে, তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। ইয়াহইয়া-কে হত্যার জন্য ঘেরাও করা হয়েছিলো। আইয়ুব -এর দেহে পোকা-মাকড় বাসা বেঁধেছে। দাউদ কেঁদে-কেঁদে ধৈর্যধারণ করেছেন। প্রিয়নবি -কে পাগল, জাদুকর, মিথ্যুক বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর দান্দান মোবারক শহিদ করা হয়েছে। মাথাকে রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছে। তবুও রাহমাতুল্লিল আলামিন ধৈর্যধারণ করেছেন। বীর বাহাদুর ওমর বিন খাত্তাব-কে অভিযুক্ত করে শহিদ করা হয়েছে। ইবনুল মুসায়্যিব, মালেক তাদেরকে হাজারো কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তাদের ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ন্তর ছিলো না।

একটু অন্যভাবে অনুবাদ করে যদি বলি-

ধৈর্য ধরে আদম কাঁদিলেন সাড়ে তিন'শ বছর,

তারপরে ক্ষমায় শুচি হলো আদমের অন্তর।

সাড়ে নয়'শ বছর ধরে দ্বীনের দাওয়াতে নূহ,শত লাঞ্চনা-বঞ্চনায় বলেননি কভু উহ। মাছের পেটে ইউনুস নবি চল্লিশটি দিন ধরে, তাসবিহ-তাহলিল পড়েছিলেন এক আল্লাহর উপরে।

আইয়ুব নবির সর্ব গায়ে পোকার বসতি, ধৈর্য ধরেছে শত বছর সেবায় রহিমা সতী। করাতের আঘাতে দেখ দেহ হইলো দুই ভাগ, প্রভু হতে যাকারিয়া পেয়েছিলেন ধৈর্যের ডাক। সয়েছে মুসা ফেরাউন জাতির কত অত্যাচার, ধৈর্যের ফলে নীল নদ জ্বলে রাস্তায় হলো পার। তপ্ত আগুনে ইবরাহিম শিক্ত তা সকলে জানি, কত ধৈর্য কত প্রেমের ফসল পুত্র কুরবানি। প্রতিক্ষায় ইয়াকুব নবি দিলেন ধৈর্যের পরীক্ষা, ধৈর্যের মাঝে ইউসুফ দিলেন ত্যাগেরই শিক্ষা। কত ধৈর্য কত সহ্য কত মহানুভবতা হলে, শত আঘাতে তাদের জন্য দোয়ায় হাত তুলে। ধৈর্য ধরে সইলেন মুহাম্মাদ আঘাত অপমান, ধৈর্যের ফলে বিশ্ব মাঝে আজকের মুসলমান।

গুনাহ না করে তাতে ধৈর্যধারণ করা অনেক সহজ জাহান্নামের আগুনের ওপর ধৈর্যধারণ করা থেকে। আখেরাতের ময়দানে জাহান্নামের শিকলে বন্দী হওয়ার থেকে দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ-র আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করা অনেক সহজ। কতই না উত্তম ধৈর্যধারণের স্থান। আর কতই না উত্তম চরিত্র ধৈর্যধারণের চরিত্র। আসুন আমরা সবাই জীবনের প্রতিটি ক্ষণে-ক্ষণে হাজারো কষ্ট আসলেও তাতে ধৈর্যধারণ করে জান্নাতের পথ সুগম করি। সবশেষে রবের দরবারে হাত তুলে বলি-

হে প্রিয়তম প্রভু! আপনি আমাদের জন্য সবরের রাস্তা খুলে দিন।

হে প্রেমময় প্রভু! আপনি আমাদেরকে তাদের দলে অর্ন্তভুক্ত করে দিন, যারা কষ্টের অকূল দরিয়ায় পতিত হয়েও তাতে ধৈর্যধারণ করেছে।

হে আমাদের রব! আমাদের এমন ব্যক্তিদের কাতারে প্রবেশ করিয়ে দিন যারা সঠিক পথ পেয়েছে, যাদের জন্য সোজা রাস্তা সুস্পষ্ট রয়েছে।

ওগো আল্লাহ! আপনি আমাদের এমন ব্যক্তিদের কাতারে পথ প্রদর্শন করুন যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে ধৈর্যধারণ করেছে। ওয়াখিরী দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

রেফারেন্স:

বই:

১.ধৈর্য হারাবেন না।

২.সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান।

৩.সবরের পুরস্কার।